৭০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক মসজিদ খুলে দিল কায়রোতে

সারে-জমিন

কোলের শিশুকে নিয়ে রেলে আত্মহত্যা গৃহবধূর

রূপসী বাংলা

আমেরিকার সামনে এক অস্থির মুহূর্ত!

সম্পাদকীয়

চাঁদে ট্রেন চালাতে চায় নাসা!

টেকস্যাভি

পাকিস্তান একদিনের ম্যাচের তুলনায় টি-২০ তে বিপজ্জনক: সৌরভ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৩ জুন, ২০২৪
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৫ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 150 ■ Daily APONZONE ■ 3 June 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

শাহী ঈদগাহ মামালার শুনানি হবে ৪ জুন

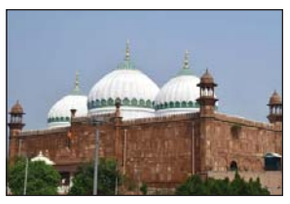

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের মথুরার শাহী ঈদগাহ বিতর্ক সংক্রান্ত মামলার গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ফের শুনানির জন্য তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মথুরার শাহি ঈদগাহ মসজিদের আইনজীবী মেহমুদ প্রচা এই বিষয়ে তাঁর শুনানির আবেদন করেন এবং আদালতের কার্যক্রমের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য আবেদন জানান।

বিচারপতি মায়াঙ্ক কুমার জৈন আগামী ৪ জুন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁর শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

গত ৩১ মে শাহী ঈদগাহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির পক্ষে তাসনিম আহমাদি তার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ করেন। এর আগে উত্তরপ্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের তরফে আফজল আহমেদ ইতিমধ্যেই এই মামলায় তাঁর যুক্তিতর্ক শেষ করেছিলেন, যেখানে উত্তরপ্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডকে বিবাদী করা হয়েছে।

এরপরই শাহি ইদগাহ মসজিদ পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতের বক্তব্য রাখেন আইনজীবী মেহমুদ প্রাচা। হিন্দু পক্ষের বাদী হরিশঙ্কর জৈন, রিনা এন সিং, সৌরভ তিওয়ারি এবং অন্যান্যদের আইনজীবীদেরও দীর্ঘ বক্তব্য শোনে আদালত।

উপরোক্ত কার্যক্রম শেষে শুক্রবার উন্মুক্ত আদালতে বিচারপতি মায়াঙ্ক কুমার জৈন উভয় পক্ষের আইনজীবীকে জানান যে আদেশ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

যাইহোক, যুক্তিতর্ক শেষ হওয়ার পরে এবং আদালতে আদেশটি সংরক্ষণ করার পরে, শাহী ঈদগাহ মসজিদের পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়, মামলার কার্যক্রমের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে অধিকার সুরক্ষিত হবে।

আদালত উল্লেখ করেছে যে মেহমুদ প্রাচা বেশ কয়েকবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন এবং আদালতে ব্যক্তিগতভাবেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে এই বিষয়ে শুনানিতে অংশ নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আদালত।

এক্সিট পোল দু'মাস আগে বাড়িতে তৈরি করা: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার বলেছেন যে বুথ ফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কারণ দু'মাস আগে এগুলি 'বাড়িতে বসে তৈরি' করা হয়েছিল।

তৃণমূল সুপ্রিমো দাবি করেন, এই জাতীয় বুথ ফেরত সমীক্ষার কোনও মূল্য নেই, এবং সেগুলি দেখানোর জন্য সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করেন।

মমতা এক বাংলা টিভি নিউজ চ্যানেলকে বলেন, আমরা দেখেছি ২০১৬, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে কীভাবে এক্সিট পোল করা হয়েছিল। কোনও ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি।

তিনি বলেন, দু'মাস আগে কিছু লোক মিডিয়া ব্যবহারের জন্য বাড়িতে বসে এই এক্সিট পোল তৈরি করেছিল। এগুলোর কোনো মূল্য নেই।

মমতা আরও বলেন, আমি কোনও নম্বরে যাব না। আমরা যেভাবে মাঠে-ঘাটে কাজ করেছি, আমি লোকের চোখ দেখেছি, তাতে আমার কখনও মনে হয়নি মানুষ আমাদের ভোট দেবে না।

মমতা বলেন, তার সমাবেশগুলিতে জনগণের প্রতিক্রিয়া এক্সিট পোলের পূর্বাভাসকে সমর্থন করে না। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি যেভাবে মেরুকরণের চেষ্টা করেছে এবং মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে যে মুসলিমরা এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের কোটা কেড়ে নিচ্ছে, আমার মনে হয় না মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেবে। আর আমার মনে হয় সিপিএম এবং কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে সাহায্য করেছে।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, রাজ্যে তৃণমূলের থেকে বেশি আসন পাবে বিজেপি।

ইন্ডিয়া জোটের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেন, অখিলেশ (যাদব), তেজস্বী (যাদব), স্ট্যালিন (এম কে স্ট্যালিন) এবং উদ্ধব (ঠাকরে) ভাল ফল করবে। আঞ্চলিক দলগুলি সব জায়গায় ভালো ফল করবে।

পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রে তাঁর যোগদানের সম্ভাবনায় প্রভাব ফেলবে কিনা প্রশ্ন করা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সিপিএম হস্তক্ষেপ না করলে সর্বভারতীয় স্তরে কোনও বাধা থাকবে বলে আমার মনে হয় না। মমতা বলেন, দেখুন, প্রত্যেক আঞ্চলিক দলের নিজস্ব সম্মান আছে, সবার সঙ্গে কথা বলে নিমন্ত্রণ পেলে আমরা যাব। আমরা অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলিকে সঙ্গে নেব। কিন্তু আগে ভোটের ফল বেরোতে দিন।

এদিকে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছেন যে তাঁর দল পশ্চিমবঙ্গে কমপক্ষে ২৫টি আসন জিতবে, তবে তিনি ৩০টির কম আসনে সন্তুষ্ট হবেন না। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, এক্সিট পোলের পূর্বাভাসের উপর নির্ভর করা যায় না। তাঁর দাবি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়লে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন যেখানেই হোক না কেন, লোকসভা ভোটে তৃণমূল ভাল ফল করতে পারবে না।

এটা 'এক্সিট পোল' নয়, 'মোদি মিডিয়া পোল': রাহুল গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দলগুলি রবিবার লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর টানা তৃতীয়বারের জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া বুথফেরত সমীক্ষাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তারা দাবি করেছে যে এই সমীক্ষাগুলি একটি 'কল্পনা প্রসূত' কাজ এবং বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' দেশের পরবর্তী সরকার গঠন করবে। বুথ ফেরত সমীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রধান বিরোধী দলগুলির নেতারা অভিযোগ করেন, এগুলি সরকারের নির্দেশে 'নির্বাচনে কারচুপিকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা' হিসাবে পরিচালিত হয়েছে। ৪ জুন ভোট গণনার আগে ইন্ডিয়া জোট কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির "মাইন্ড গেম" এর অংশ ছিল এই বুথ ফেরত সমীক্ষা রিপোর্ট বলে বিরোধীরা অভিযোগ করেন।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি এআইসিসি সদর দফতরে সাংবাদিকদের বলেন, এটাকে এক্সিট পোল বলা হচ্ছে না, এর নাম 'মোদি মিডিয়া পোল'। এটা মোদিজির নির্বাচন, এটা তাঁর ফ্যান্টাসি পোল।

ইন্ডিয়া জোট কত আসন পাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে রাহুল বলেন, আপনি কি (জনপ্রিয় গায়ক) সিধু মুসেওয়ালার গান '২৯৫' শুনেছেন? তাই ২৯৫টি (আসন)।

বিজেপি পাল্টা আক্রমণ করে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রেম শুক্লা বলেছেন, রাহুল শৈশব থেকেই একটি "কল্পনার জগতে" বাস করছেন এবং বাস্তব বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনি সবকিছুকেই কল্পনা বলে মনে করেন। তাঁর কল্পনাই ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়েছিল। এবার তারা লোকসভা নির্বাচনে হারার হ্যাটট্রিক করতে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে বুথ ফেরত সমীক্ষা পূর্বাভাস বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং অভিযোগ করেছেন এগুলি দু'মাস আগে "বাড়িতে তৈরি" হয়েছিল। তাই এগুলির কোনও মূল্য নেই।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল,ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন, বিজেডি নেতা ভি কে পান্ডিয়ান, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এবং শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এক্সিট পোলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, এক্সিট পোলের কালানুক্রম বুঝুন। বিরোধীরা আগেই জানিয়েছিল, বিজেপিপন্থী সংবাদমাধ্যম বিজেপিকে ৩০০ আসন অতিক্রম করতে দেখাবে, যা জালিয়াতির সুযোগ তৈরি করবে।

তিনি বলেন, আজকের বিজেপিপন্থী বুথফেরত সমীক্ষা তৈরি হয়েছিল বহু মাস আগে, চ্যানেলগুলি এখন তা প্রচার করেছে। এই এক্সিট পোলের মাধ্যমে মানুষের জনমতকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে।

জয়রাম রমেশ আরও বলেন, এটা রাজনৈতিক এক্সিট পোল, পেশাদার এক্সিট পোল নয়। ২০০৪ সালের বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপির জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

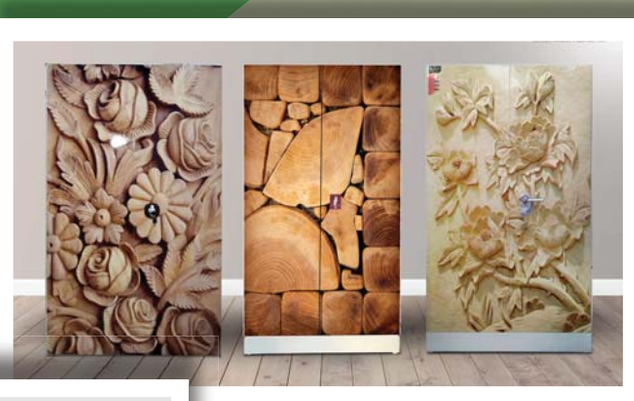

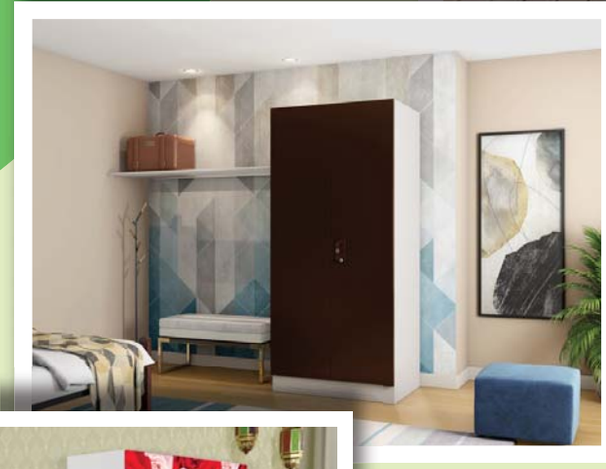

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

Since 2011

আল-আমীন ফাউন্ডেশন
একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পরিচালনায় : জি ডি মনিটরিং কমিটি

জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টি

আসন সীমিত

বালক ও বালিকা বিভাগ
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে
মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন

মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য

আফিক আরিফ মণ্ডল
প্রাপ্ত নম্বর - 650

ফিরোজ মোল্লা
প্রাপ্ত নম্বর - 633

তামীম হোসেন হালদার
প্রাপ্ত নম্বর - 632

৫ জন ৯০ শতাংশের উর্ধ্বে

১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে
স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয়

দ্বাদশ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে

EDUCARE FOUNDATION
(A Unit of Al-Ameen Foundation)
ADMISSION OPEN ENROLL NOW
WBCS Coaching

রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪
8910851687/8145013557/9831620059
Email- amfbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

ভোট শেষ হলেও বোমা উদ্ধার অব্যাহত

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রানীনগরে। ব্যাগ ভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার কে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায় ।ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার পানিপিয়া পুরাতনপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায় রাত্রি বারোটা নাগাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রানীনগর থানার পুলিশ আব্দুর রাজ্জাক নামের এক ব্যক্তির বাড়ির পিছনে ঘাসের জমি থেকে ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার করে। তবে ওই বাড়ির মালিক জানান কে বা কারা রাতের অন্ধকারে বোমা গুলি রেখেছে তা জানিনা। রাত্রে পুলিশ বোমা গুলি সারা রাত্রি পাহারা দেয় যাতে করে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। তবে কয়েকদিন বাদে ভোটের ফলাফল তার আগেই মুর্শিদাবাদের প্রায় জায়গায় বোমা উদ্ধার এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টে জানান ।এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । তবে রানীনগর থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজখোলায় ঈসালে সওয়াব

নুরুল ইসলাম ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া পাঁচলার রাজখোলা সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফে রবিবার ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফুরফুরা শরিফের মোজাদ্দেদে জামান আলা হজরত দাদা হুজুর পীর কেবলা (রহঃ) এঁর বংশধর ও অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা বঙ্গ বিখ্যাত আলেমে দ্বিন হজরত শাহসূফী পীর আল্লামা মহাম্মদ জামালউদ্দিন সিদ্দিকী।
৪১ তম বাৎসরিক ঈসালে সাওয়াবে সভাপতিত্ব করেন জনাব পীর আলহ্বাজ মাওলানা মহীউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব। জনাব পীরজাদা হজরত মাওঃ-তহা সিদ্দিকী । সাহেব জনাব পীর হজরত মাওলানা সৈয়দ আলমগীর হোসাইন সাহেব পীরজাদা হজরত মাওঃ সাওবান সিদ্দিকী সাহেব আমন্ত্রিত ছিলেন।সভার আহ্বায়ক ছিলেন মহাম্মদ নিজামউদ্দিন সিদ্দিকী। পীর আল্লামা শাহসুফি তাজাম্মোল সিদ্দিকী হুজুরের বড় সাহেবজাদা ছিলেন ।

কোলের শিশুকে নিয়ে রেলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা গৃহবধূর

হাসান লস্কর ● মথুরাপুর

আপনজন: শিশু সন্তানকে নিয়ে এক গৃহবধূর আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য জয়নগর দুই ব্লকের বেলে দুর্গানগর অঞ্চলের খোলাখালি এলাকায়।
অভাবের কারণে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক অশান্তি। আর তার ওই জেরে শিশু সন্তানকে নিয়ে টেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। দোসরা জুন রবিবার সকাল নটা নাগাদ মথুরাপুর রেলস্টেশনের সন্নিকটে। জয়নগর দুই ব্লকের খোলাখালি এলাকার আজহার মোল্লার সাথে রায়দিঘির কৌতলা এলাকার তুহিনা মোল্লার সাথে বছর তিনেক আগে তাদের বিয়ে হয়। মূলত আজাহার ঠিকমতো কাজকর্ম না করায় তুই না বারে বারে তাকে খোটা দেয় আর এতেই নিত্যদিন তাদের সংসারে অশান্তি ও ঝগড়া লেগেই থাকতো তুহিনা মোল্লা ও তার শিশুসন্তান তানবির মোল্লা কে সঙ্গে নিয়ে যার বয়স আড়াই বছর স্বামী আজাহার মোল্লাকে জানিয়ে বাপের বাড়ি কাশিনগরের উদ্দেশ্যে যায় ওই গৃহবধূ। তিনি কাশিনগর এলাকায় না গিয়ে মথুরাপুর স্টেশন এলাকায় শিশুসন্তান কে নিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে। আরে নিয়ে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া কিভাবে এই গৃহবধূ ও তার সন্তানের মৃত্যু তারও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এই মৃত্যুর বিষয় নিয়ে গৃহবধূর বাবা জানালেন আমার মেয়েকে তারা অতিষ্ট করে এবং ওদের সংসারে ঝগড়া ঝামেলা লেগেই থাকতো। এই মৃত্যুর বিষয় আজহার মোল্লার মা জানালেন আমার দুই সন্তান আজ আর ও তা আসছি, সুখেই দিন কাটছিল কিভাবে এমন ঘটনা ঘটলো তা শুনে আমরা মর্মাহত। গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

রক্তের সংকট মেটাতে হাজার শ্রমিকের রক্তদান

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবসে রবিবার প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক রক্ত দান করলেন । উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এ দিন রক্তদান শিবিরের বহু মহিলাদের পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ রক্ত দান করেন। বনগাঁ ১২-র পল্লী লোকনাথ মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের মূল উদ্যোক্তা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ জানান, 'তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার ট্রেড ইউনিয়নের প্রায় দেড় হাজার জন খেটে খাওয়া শ্রমিকরা রক্তদান করেছেন, যা জেলায় তথা রাজ্যে নজির সৃষ্টি করেছে।' মানিকতলা সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংক এবং বারাসাত ও বনগাঁ হাসপাতালের পক্ষ থেকে এদিন রক্ত সংগ্রহ করা হয় । বহু মানুষের রক্তদান এদিন রক্তদান শিবিরকে উৎসবে পরিণত করে। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, তিনি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। মুমূর্ষ রোগীর কল্যাণের পাশাপাশি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখাতে রক্তদান শিবিরের গুরুত্ব তুলে ধরেন বিশ্বজিৎ। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ এদিন জনকল্যাণে বনগাঁ পৌরসভা এবং কাউন্সিলরদের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। বনগাঁ ১২-র পল্লী লোকনাথ মন্দিরের সৌন্দর্যায়নে দুটি কৃত্তিম ঝর্নার উদ্বোধন করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

এতিম শিশুকে মানুষ করে বিবাহের ব্যবস্থা করল পানিগোবরা এতিমখানা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাটের পানিগোবরা দরবার শরীফের শাহ সুফি আব্দুল আজিজ রহ. এর রুহানি দোওয়া প্রাপ্ত আজিজিয়া জিয়াউলিয়া বালিকা এতিমখানা অবস্থিত বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের পানিগোবরা এলাকায়। এদিন দুপুর একটা নাগাদ বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে চারজন উপযুক্ত কন্যাকে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। নাজাত এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনায় এদিন এতিম কন্যা তাজিনা খাতুন, ফেরদৌসী খাতুন, ইসমোতরা খাতুন ও উম্মে সালমা খাতুনদের সঙ্গে যথাক্রমে মোহাম্মদ শাহিনুর লস্কর, মোহাম্মদ আমিরুল আলি মন্ডল, মোহাম্মদ আল আমিন মন্ডল ও মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মন্ডলদের শাদী মোবারক। তাদের বিবাহ দিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পীরজাদা মাওলানা মাসুম বিল্লাহ সাহেব। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ইমাম প্রতিনিধি ও আজিজিয়া ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক মাওলানা হাসানুজ্জামান, মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া, মাওলানা তাসিম বিল্লাহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী হাজী মোজাম্মেল হক সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। মাওলানা মাসুম বিল্লাহ সাহেব বলেন, এতিম কন্যাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র সহ উপযুক্ত বয়সে শিক্ষা শেষ হলে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে থাকে। দাম্পত্য জীবনে সংসার নির্বাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তাদের যেমন নির্বাচন করে দেওয়া হয় তেমনি প্রত্যেক কন্যাকে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তোলা হয়। এদিন তিনি বলেন, এই পর্যন্ত সতেরোটি এতিম কন্যাকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের পর তাদের শরীয়তি নিয়ম এবং মুসলিম আইন মেনে বিবাহ সম্পাদন করা হয়েছে। এদিন প্রত্যেক দম্পতিকে অলংকার ও আসবাবপত্র ইত্যাদি দেওয়া হয়।

নবরূপে সেজে উঠছে হাজারদুয়ারি প্রাসাদ

আপনজন: রংবাহারি! নবরূপে সেজে উঠছে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, চলছে রং করার কাজ। শনিবার সন্ধ্যায়। ছবি: সারিউল ইসলাম।

আদিবাসী হস্টেলে শ্লীলতাহানির অভিযোগ নৈশরক্ষীর বিরুদ্ধে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আদিবাসী হোস্টেলের আদিবাসী কেয়ারটেকারকে হোস্টেলের ভেতরেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ নৈশরক্ষীর বিরুদ্ধে, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবীতে পথ অবরোধ আদিবাসীদের । আদিবাসী হোস্টেলের এক কেয়ারটেকার মহিলাকে হোস্টেলের ভেতরেই শ্লীলতাহানীর অভিযোগ উঠল নৈশরক্ষীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের হতেই অভিযুক্ত নৈশরক্ষীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিকে বাঁকুড়ার খাতড়া আদিবাসী কলেজের এই ঘটনা জানাজানি হতেই অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে আজ সকাল থেকে কলেজের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন আদিবাসীরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার খাতড়া আদিবাসী কলেজের গার্লস হোস্টেলে দীর্ঘদিন ধরে কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করে আসছেন এক আদিবাসী মহিলা। গতকাল দুপুরে ওই মহিলা হোস্টেলের বাথরুম থেকে স্নান করে বেরোনোর সময় করিমুদ্দিন খান নামের হোস্টেলেরই এক নৈশরক্ষী ফের তাঁকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানী করে বলে অভিযোগ। গতকাল নিগৃহীতা খাতড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। আজ অভিযুক্তকে খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। এদিকে অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবীতে আজ সকাল থেকে বাঁকুড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়কের উপর রাজাপাড়া মোড়ের কাছে পথ অবরোধ করেন স্থানীয় আদিবাসীরা। অভিযুক্তর শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন অবরোধকারীরা।

ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে তোলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক মিলন মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: তথাকথিত পিছিয়ে পড়া জেলা মুর্শিদাবাদের শিশু থেকে যুবক ইংরেজি ভাষার পাঠ নিচ্ছে সাহসের সঙ্গে চন্দ্র কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের হাত ধরে। কবি সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ অরূপ চন্দ্র'র উদ্যোগে ১৯৭৭ সালের স্থাপিত হওয়া এই ইনস্টিটিউট মুর্শিদাবাদ নদিয়া বীরভূম জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজি কথ্য ভাষায় দক্ষ করে তুলছে এবং তাদের জীবনের পথে এগিয়ে দিচ্ছে বিগত ৪৭ বছর। রবিবার জেলার অন্যতম তিন মান্য শিক্ষাবিদ ও গবেষক সম্মাননীয় অধ্যাপক ড. আবুল হাসনত (সভার সভাপতি), অধ্যাপক মেজর দুলাল কুমার বসু (প্রধান অতিথি) ও ইতিহাসবিদ ও প্রাবন্ধিক খাজিম আহমেদ (বিশেষ অতিথি) মহাশয়ত্রয়ের মঞ্চে উপস্থিতিতে জেলার দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজি ভাষার দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন। উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে কচিকাঁচারা গাইলেন 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' ও 'Una Paloma Blanka' এই দুই মহান গানের দ্বিভাষিক যৌথ প্রযোজনা। পরিচালনা করেন শিক্ষিকা ওফেলিয়া চন্দ্র দত্ত।
স্বাগত ভাষণে অধ্যক্ষ অরূপ চন্দ্র জানালেন কি ভাবে এই স্কুল প্রতিনিয়ত তথাকথিত 'পিছিয়ে পড়া জেলা' মুর্শিদাবাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে তুলে জীবনের পথে নতুন নতুন সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে চলেছে।
এই মঞ্চ থেকে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মুর্শিদাবাদ জেলায় সম্ভাব্য প্রথম স্থান অধিকারী অনিক ওঝা ও ২০২৪ উচ্চমাধ্যমিকে মুর্শিদাবাদ জেলায় মেয়েদের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থান অধিকারিণী আদৃতা দাস বিশ্বাস যারা এই স্কুলের দীর্ঘদিনের ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন তাঁদের সংবর্ধিত করা হয়। গ্রুপ ডিসকাশন প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসন অলংকৃত করেছেন জেলার চার বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকা তন্ময় সরকার, পারমিতা চৌধুরী, অর্পিতা গোস্বামী ও শুভাশিস চন্দ।
এছাড়াও এই মঞ্চে আজ সংবর্ধিত হন শিক্ষিকা ও সুগায়িকা পাপিয়া বসাক, শিক্ষিকা শিউলি সাহা, শিক্ষিকা ঈশিতা সেনগুপ্ত, কবি ও লেখিকা হৈমন্তী বন্দোপাধ্যায়, কবি ও আবৃত্তিকার শ্রীমন্ত ভদ্র, সুগায়ক ও সংগীত শিক্ষক অভিরূপ বিশ্বাস। দলগত আলোচনার বিষয়গুলিও ছিল চমকপ্রদ - যেমন 'কৃষকই আমাদের অন্নদাতা', 'পরিবেশ বাঁচানোর উপায়', 'ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে সচেতনতা', 'বাঙালি জাতির সংস্কৃতি', 'বাংলার মহান মহিলাগন', 'বাংলার বিখ্যাত অভিযাত্রীগণ', 'স্কুলে ক্রীড়ার প্রয়োজনীয়তা' ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যা ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানলোকের দরজা খুলতে সাহায্য করবে।
সভার শেষে সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল হাসনত, বিশেষ অতিথি ইতিহাসবিদ ও প্রাবন্ধিক খাজিম আহমেদ ও প্রধান অতিথি অধ্যাপক ও গবেষক দুলাল কুমার বসু দ্যর্থহীন ভাষায় বলেন --- জেলার সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে ইংরেজি ভাষা শেখার মাধ্যমে বৃহত্তর পৃথিবীর পথ সুগম করে তুলতে চন্দ্র কমার্শিয়াল যে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রশংসনীয়। তাঁরা এও বলেন প্রায় সোয়া চার ঘন্টার এই প্রতিযোগিতা নিয়মানুবর্তিতা ও অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে সমাপন হল তা উদাহরণযোগ্য।

শান্তিনিকেতন স্বাস্থ্য উপনগরী গড়ে তুলতে আলোচনা সভা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ও অংশীদারিত্বে প্রস্তাবিত "শান্তিনিকেতন স্বাস্থ্য উপনগরী" তে গড়ে উঠবে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই বিশাল কর্মকাণ্ডে ফেসিলেটর হিসাবে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কাজ করবে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এবং গোবিন্দপুর শেফালী সমাজ সেবা সমিতি, স্বাধীন ট্রাষ্ট, স্বতীর্থ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও আরো বেশ কিছু সংস্থার প্রচেষ্টায় ২০২৭ এর মধ্যেই "শান্তিনিকেতন স্বাস্থ্য উপনগরী" রূপ পাবে। শান্তিনিকেতন স্বাস্থ্য উপনগরীর উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও রূপায়নে মহিলাদের কি ভূমিকা হবে এ নিয়েই রবিবার বিকালে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট বলেন যে, সামাজিক ও মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য আমরা ২০২৭ সালের মধ্যেই এই প্রকল্প শেষ করতে বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যেই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং কলেজ, প্যারামেডিকেল কলেজ, ফার্মেসী কলেজ, আইটিআই, পলিটেকনিক, বি.এড, ডি.এল.এড কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এখানে আয়ুর্বেদিক কলেজও গড়ে তোলা হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মুখে কাপড় চেপে শ্বাস রোধ করে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী!

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের গোকর্নী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নাজিরা খাতুন নামে এক মহিলার বেধড়ক মারধর করেন তার স্বামী। পরে মগরাহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসলে ডাক্তার বাবুরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । স্বামী নাসির মোল্লা নামে মগরাহাট থানাতে লিখিত অভিযোক দায়ের করেন নাজিরা খাতুনের বাপের বাড়ির পরিবারের লোকজনরা। পরিবার সূত্রে খবর সকাল পাঁচটা নাগাদ নাজিরা খাতুনের মুখে কাপড় চাপা দিয়ে গলা টিপে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলেন তার স্বামী।
এই ঘটনা কানে আসতেই তড়িঘড়ি করে মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমন বোগী পুলিশ পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। মৃত মহিলার স্বামী নাসির মোল্লাকে আটক করেন পুলিশ। মৃত ওই মহিলার দেহ ময়নাতনদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন মগরাহাট থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

স্টান্ট দেখাতে গিয়ে বিপদে বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: স্টান্ট দেখাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে দুই বাইক আরোহী। আজ সকালে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের সন্তোষপুরে ওই ঘটনা ঘটে। হাওড়া আমতা রোডে স্টান্ট বাইকিংয়ের সময় উল্টোদিক থেকে আসা একটি বাইকের সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে। বাইকের গতি এতোই বেশি ছিল যে দু'জনেই ছিটকে পড়ে যান রাস্তার ধারের নয়নজুলিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্য উদ্ধার করে দুই বাইক আরোহীকে পাঠানো হয় জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় এদের কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

যোগী রাজ্যে দুর্ঘটনায় নিহত চিকিৎসকের দেহ ফিরল ময়নাতদন্ত ছাড়াই

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: পেশায় চিকিৎসক কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তীতে তারই মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হলো না, মৃতদেহ পাঠিয়ে দেওয়া হল সোজা বাড়িতে। আর এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য এবং হতবাক করছে সকলকে। যথেষ্ট বেদনাদায়ক এবং অবাক করা ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের নবীন পল্লীর সেখানকার বাসিন্দা গোপীনাথ টিকাদার ২৬ বছরের এক গ্রামীণ চিকিৎসক, প্রথমে দিল্লিতে কাজ করতেন তারপর উত্তর প্রদেশের বড়লী উদয়পুরে চিকিৎসকের কাজ শুরু করেন এক নিকট আত্মীয়র সহযোগিতায় যার নার্সিংহোম সহ চিকিৎসা বিষয়ে দীর্ঘদিনের আধিপত্য দিল্লিতে এবং সেই সুবাদে উত্তর প্রদেশেও। শান্তিপুরের একই এলাকার অনুপ বিশ্বাসও সেখানে গোপীনাথ এর সাথে থেকে ডাক্তারি শিখে গ্রামীণ চিকিৎসা করে। পরিবার সূত্রে জানা যায় গত শুক্রবার রাতে কর্মস্থল থেকে তারা একটি মোটরসাইকেলে করে বাড়িতে ফিরছিলেন ফিরছিলেন তখন পথে একটি গরুকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে পড়েন এবং একটি বাস তাদের দুজনকেই পিষে দিয়ে যায়। এর মধ্যে গোপীনাথ মারা যায় ঘটনার স্থলেই অনুপ বিশ্বাসকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে রাখা হয়। অনুপেরকাছ থেকে ফোন নাম্বার জোগাড় করে পরের দিন ভোর পাঁচটা নাগাদ গোপীনাথের বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় মৃত্যুর কথা। দিল্লি নিবাসী চিকিৎসার সাথে জড়িত নিকট আত্মীয় পৌঁছায় ওই নার্সিংহোমে তিনি শান্তিপুরে মৃতদেহ পাঠানোর ব্যবস্থা করে। দুর্ঘটনা জড়িত কারণে মৃত্যু বলে ডাক্তারি সার্টিফিকেট পাঠালেও ময়নাতদন্ত হয়নি সেখানে। দূরের পথ অনেক সময় লাগবে তাই পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ সেখানে না গেলেও মৃতদেহ আজ দুপুরে এসে পৌঁছায়।

প্রথম নজর

হজের সময় কাজ করবে পাঁচ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র হজের সময় হাজিদের সেবা দিতে সৌদি আরবের পাঁচ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক কাজ করবেন। দেশটির ইসলাম ও দাওয়াহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মক্কা শাখার তত্ত্বাবধানে তাঁরা কাজ করবেন। মূলত সৌদি জনগণের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উদ্যোগটি নেওয়া হয়। সৌদি প্রেস এজেন্সি এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। জানা যায়, হজ মৌসুম উপলক্ষে সৌদি আরবে ইসলাম ও দাওয়াহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মক্কা শাখা স্বেচ্ছাসেবী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ২৪৭টি পরিষেবা চালু করে। এসব পরিষেবার মাধ্যমে তিন হাজার ৮৫০টি মসজিদে দুই লাখ ৩৫ হাজারের বেশি পানির বোতল বিতরণ করা হবে। তা ছাড়া সূর্য থেকে সুরক্ষার জন্য হাজিদের মধ্যে ছাতা, বুকলেট ও খাবার বিতরণ করা হবে।

মক্কার পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদ ও মসজিদে নববির ধর্মবিষয়ক প্রেসিডেন্সি বিভাগ স্বেচ্ছাসেবী ও মানবিক কাজ প্রচারে হজ উপলক্ষে এ কার্যক্রম চালু করে।

ধর্মীয় ও সৌদি মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের উদ্যোগ পবিত্র দুই মসজিদের উদারতা ও আতিথেয়তার গুরুত্ব তুলে ধরে।

৭০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক মসজিদ খুলে দেওয়া হল কায়রোতে

আপনজন ডেস্ক: সৌন্দর্য ও সাজসজ্জায় অনন্য একটি মসজিদ প্রায় ৬ বছর পর খুলে আবারও নামাজের জন্য খুলে দেয়া হল। কারণ এই ৬ বছর মসজিদটির সংস্কার করা হয়। আর এই সংস্কার কাজে অর্থ সহায়তা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আগা খান ফাউন্ডেশন।

জানা যায়, ১৪ শতকে মিশরের কায়রোতে নির্মাণ করা হয় আলতুরবুঘা আল-মারিদানি মসজিদ। ৭০০ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক মসজিদটির সংস্কার কাজ চলছিল গেল কয়েক বছর। ২০১৮ সালে মসজিদটির বাহ্যিক অংশ এবং মিনার সংস্কার শুরু হয়, যা শেষ হয় ২০২১ সালে।

এরপর শুরু হয় অভ্যন্তরীণ মেরামতের কাজ। যাতে অর্থায়ন করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আগা খান ফাউন্ডেশন। সংস্কার শেষে মসজিদটি খুলে দিয়েছে মিশরের সুপ্রিম কাউন্সিল অব অ্যান্টিকুইটিজ।

ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন আলতুরবুঘা আল-মারিদানি মসজিদ। সৌন্দর্য ও সাজসজ্জায়ও এটি অনন্য। ইসলামিক স্থাপত্যের বিকাশেও মসজিদটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন জানান, অশোভিত অংশগুলোর সৌন্দর্য বর্ধনে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয়েছে। স্ক্যাল্পেল ও হালকা স্যান্ডপেপার ব্যবহার করে এর ছাদের কাজ করেছি। ঐতিহাসিক মসজিদটির সংস্কার কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।

মূলত ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন তৎকালীন মামলুক সুলতান নাসির মোহাম্মদের জামাতা আল মারিদানি। ১৮৯৫ এবং ১৯০৩ সালেও দু'দফায় মসজিদটি ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হয়েছিল।

শেষ মুহূর্তে হজের অনুমতি, কাবায় স্ত্রীর চোখের সামনেই স্বামীর সৌভাগ্যের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: সৌদির আরবের মক্কায় কাবা শরীফের ভেতর এক হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। হজ করতে সৌদি যাওয়ার মাত্র ১২ ঘণ্টা পরই তার মৃত্যু হয়। ঐ ব্যক্তি মালয়েশিয়ার নাগরিক ছিলেন। রোববার সৌদি সংবাদমাধ্যম সাব'ক জানিয়েছে, মৃত্যুর সময় সাদা ইহরাম পরা ছিলেন মোহাম্মদ জুহাইর নামে ৫০ বছর বয়সী ঐ ব্যক্তি। এছাড়া সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী। তিনি স্ত্রীর সামনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

সংবাদমাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, হজে আসার আগে তার স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা ছিল না। তিনি সুস্থ শরীর নিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হজ করতে গিয়েছিলেন। তারা দুজনই শেষ মুহূর্তে হজে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন এবং দুজনই অপ্রত্যাশিতভাবে অনুমতি পেয়েছিলেন।

মালয়েশিয়ার অন্যান্য হজযাত্রীর সঙ্গে মক্কায় আসার পর মোহাম্মদ জুহাইর ও তার স্ত্রী কাবা শরীফে যান। সেখানে গিয়ে প্রথমে কাবা তাওয়াফ করেন তারা। এরপর কাবা শরীফ থেকে আল মাসরার দিকে যেতে পা বাড়ানোর পরপরই মোহাম্মদ জুহাইর হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে যান। সেখানে উপস্থিত চিকিৎসাকর্মীরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। এরপর তিনি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে সমর্থ হন এবং কয়েক কদম হাঁটেনও। এরপর তিনি আবার মাটিতে পড়ে যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

তার স্ত্রী ফাওজিয়া নিজের চোখে স্বামীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কুয়ালামপুর বিমানবন্দরে থাকা অবস্থায় জুহাইর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "আল্লাহকে ধন্যবাদ আমরা হজ করতে যাচ্ছি। আমরা জানি না ফিরে আসব কিনা।"

ফাওজিয়া জানিয়েছেন, তার বিশ্বাস তার স্বামী হয়ত চেয়েছিলেন জীবনটা যেন সুন্দরভাবে শেষ হয় এবং কাবায় তার মৃত্যু হয়।

হামাসের শক্তিমত্তায় 'অবাক' ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি গাজা ও মিশর সীমান্তবর্তী ফিলাডেলফি করিডোরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর হামাসের একটি অস্ত্রভান্ডার দেখে 'অবাক' ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। ফলে গাজা থেকে হামাসকে নির্মূলের যে আশা ইসরায়েল করছে, তা বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। হলেও সময় লেগে যেতে পারে দীর্ঘ কয়েক মাস।

ফিলাডেলফি করিডোরের দখল নেয়ার পর ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি জানান, সেখানে বিশটির মতো টানেল খুঁজে পাওয়া গেছে যা হামাস অস্ত্রের চালান গ্রহণ করার গোপন আস্তানা হিসাবে ব্যবহার করতো। এসব টানেল ব্যবহার করে মিসর থেকে অস্ত্র চোরাচালান করে থাকতো স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা, যদিও এমন দাবি অস্বীকার করেছে মিসর।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা মনে করছেন, হামাসের হাতে যে অস্ত্রভান্ডার রয়েছে, তা দিয়ে আরো বহু দিন যুদ্ধ করতে পারবে সংগঠনটি। কয়েক দশক ধরে অস্ত্রের বিশাল মজুত গড়ে তুলেছে আল কাসসাম ব্রিগেড। ফলে ফিলাডেলফি করিডোর বন্ধ হলেও, অন্য স্থানে মজুত করা অস্ত্র ব্যবহার করবে হামাস।

মধ্যপ্রাচ্যের সামিরক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, হামাস তার সামর্থ্যের পুরোটা কখনো প্রদর্শন করে না। শত্রুকে ঘায়েল করতে উপযুক্ত সময়ের জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় থাকে। সেই সঙ্গে বিশেষ বিশেষ অভিযানের সময় তারা তাদের সেরা অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে। হামাসের কাছে অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নেই। এখনো গাজার বহু এলাকা রয়েছে যা ইসরায়েলি সেনারা ঢুকতেও পারেনি। সেসব স্থানেও অস্ত্রের বড় ভান্ডার রয়েছে। যদিও ইসরায়েল ২০০৭ সাল থেকে গাজা শাসন করা হামাসকে উৎখাত করতে চেয়েছে, কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে ইসরায়েলি বাহিনী প্রতিদিনই হামাসের সক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছে। তারা (হামাস) একটি সত্যিকারের সেনাবাহিনী; যা কয়েক বছর ধরে গড়ে উঠেছে তেল আবিব থেকে মাত্র ৫০ মিনিটের পথের দূরত্বে।

ইসরায়েলি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামাসের টানেল এবং অস্ত্রের গুদাম এতো বিস্তৃত যে তা খুঁজে বের করা ইসরায়েলি বাহিনীর জন্য প্রায় অসম্ভব। ইসরায়েলি বাহিনী হামাসের সবগুলো ব্যাটিলিয়নকে ধ্বংস করার পরও সংগঠনটি আরো মারাত্মক হয়ে উঠার ক্ষমতা রাখে। গাজায় আল কাসসাম ব্রিগেডের প্রতিরোধ হামলাগুলো সেই বাস্তবতার প্রমাণ দেয়।

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময়ে ধরে অস্ত্র তৈরিতেও প্রশিক্ষণ নিয়েছে হামাস। বেশ কিছু রকম অস্ত্র এখন হামাস নিজেরাই বানাতে পারে। ফলে সংগঠনটির অস্ত্রের অভাব হবে না। সেই সঙ্গে হামাসের কাছে কী পরিমাণ রকেট ও মর্টার রয়েছে, সেটির চিত্রও স্পষ্ট নয়। শুধু ধারণা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে ইসরায়েল, কিন্তু দীর্ঘ সময় যুদ্ধ হলে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে হামাসই।

উল্লেখ্য, হামাস চলতি বছরের গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি সীমান্ত ভেঙে ভেতরে ঢুকে হামলা চালায়। সেই হামলায় ইসরায়েলি সেনাসহ প্রায় ১২ শতাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। প্রতিক্রিয়ায় সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচারে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। সেই হামলায় গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৬ হাজার ৪০০ জনে।। যার অর্ধেকেরও বেশি নারী ও শিশু। আহতের সংখ্যাও প্রায় অর্ধলাখ। আহত হয়েছেন আরো ৮২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। এছাড়া ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

ইসরাইলে নেতানিয়াহু সরকারের পতনের দাবিতে লাখো মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় আটক ইসরাইলি পণবন্দিদের মুক্ত করে আনতে হামাসের সঙ্গে চুক্তি করার আহ্বান জানিয়েছেন লক্ষাধিক ইসরাইলি নাগরিক। তারা শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত তেল আবিবের রাজপথ অবরোধ করে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সরকারের পতন এবং নতুন নির্বাচন দেয়ারও দাবি জানিয়েছেন। চুক্তি করে পণবন্দিদের মুক্ত করে আনার দাবিতে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে প্রতি শনিবার তেল আবিবসহ সারা ইসরাইলে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়ে আসছে। তবে গতরাতের প্রতিরোধ বিক্ষোভকে এ যাবতকালের সবচেয়ে বড় সমাবেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন এতে অংশগ্রহণকারীরা। আয়োজকরা বলেছেন, শনিবারের সমাবেশের এক লাখ ২০ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল। ইসরাইলের অন্যান্য শহরেও এরকম বিক্ষোভে আরো হাজার হাজার ইহুদিবাদী অংশগ্রহণ করেন। ইসরাইলি দৈনিক হারেতজ জানিয়েছে, তেল আবিবের গণতন্ত্র স্কয়ারে শনিবার রাতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এ সময় পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড কামান ব্যবহার করে। ওয়াইনেট নিউজ জানিয়েছে, এ সময় পানি কামান আনা হলেও তা ব্যবহার করা হয়নি। বিক্ষোভকারীদের হামলায় তেল আবিব পুলিশ বিভাগের ডেপুটি কমান্ডার অ্যাভি ওফেরসহ অন্তত ১৪ পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন। ওয়াইনেট জানায়, ওফের এতটা আহত হয়েছেন যে, তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত শুক্রবার গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করে ইসরাইলি পণবন্দিদের মুক্ত করে আনার যে পরিকল্পনা উত্থাপন করেছেন তার প্রতি তেল আবিবের বিক্ষোভকারীরা সমর্থন জানান। তারা বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রস্তাব মেনে অবিলম্বে চুক্তি করে পণবন্দিদের মুক্ত করে আনতে হবে। বিক্ষোভ আয়োজকদের নেতা মোশে রেদম্যান নেতানিয়াহু সরকারকে চুক্তি করার জন্য দুই সপ্তাহের সময় দিয়ে বলেছেন, আগামী ১৫ জুনের মধ্যে চুক্তি করা না হলে তার পরদিন থেকে সাপ্তাহিক প্রতিবাদ দৈনিক প্রতিবাদে রূপ নেবে। ১৬ জুন থেকে প্রতিবাদকারীরা নেতানিয়াহু সরকারের পতন না ঘটিয়ে ঘরে ফিরে যাবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

নিলামে প্রিন্সেস ডায়ানার ব্যক্তিগত চিঠি!

আপনজন ডেস্ক: ডায়ানা ফ্রান্সেস মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসর। যাকে আমরা প্রিন্সেস ডায়ানা নামে বেশি চিনি। তার বেশ কিছু ব্যক্তিগত চিঠি এবং পোস্টকার্ড নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রিন্সেস ডায়ানা সেই সময় এসব চিঠি লিখেছিলেন তার সাবেক একজন গৃহকর্মীকে। তার নাম মাউড পেন্ড্রে। নিউইয়র্ক পোস্টের মতে, ১৯৮১ সালে প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ব্যক্তিগত অনুভূতি জানিয়ে এসব লিখেছেন ডায়ানা। এছাড়া ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে দুজনের মধ্যে বিনিময় করা ১৪টি ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ার কার্ডও নিলামে স্থান পাবে। আগামী ২৭ জুন নিলাম ডাকা হবে। যার আয়োজক বেভারলি হিলসের জুলিয়ান'স অকশান। এই চিঠিগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি চিঠি আছে যাতে ডায়ানার ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং তার জীবনের খুঁটিনাটি অনেক বিষয় স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে একটি রাজকীয় লেটারহেডে হাতে লেখা নোটে বলা হয়েছে.'ট্রিমেন্ডাস সাকসেস।' চালর্সের সঙ্গে তার মধুচন্দ্রিমার বিষয়টি নিয়েই লেখা হয়েছে শব্দ দুটি। এতে তারিখ দেয়া আছে ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২।

ডায়ানার প্রথম সন্তান উইলিয়ামের জন্মের পর ডায়ানা নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত এবং ভাগ্যবান মা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 'উইলিয়াম আমাদের জন্য পরম সুখ এবং সন্তুষ্টি এনেছে' বলে লিখেছিলেন ডায়ানা। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে বালমোরাল ক্যাসলের লেটারহেডের একটি নোটে প্রিন্স উইলিয়ামকে উপহার দেয়ার জন্য প্রাসাদের কর্মীদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। এতে ডায়ানা লিখেছেন, 'আপনাদের সুন্দর সুন্দর সোয়েটারের জন্য আমরা রোমাঞ্চিত।' এতে আরও লেখা ছিল 'শরীরের যত্ন নেবেন এবং আমাদের তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা'- ডায়ানা।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হঠাৎ যে কারণে পদত্যাগের হুমকি ইসরায়েলি মন্ত্রীদের

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব খোলাসা করেছেন, তাতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রাজি হলে ইসরায়েলের দুই উগ্র ডানপন্থী মন্ত্রী ক্ষমতাসীন জোট ছাড়ার ও ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিস এবং জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন গভির বলেছেন, হামাসকে ধ্বংস করার আগে যেকোনো চুক্তি ইসরায়েলের স্বার্থবিরোধী। তবে পাল্টা অবস্থান ইসরায়েলের বিরোধী জোটের। যুদ্ধবিরোধী এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করলে বিরোধী নেতা ইয়ার ল্যাপিদ ক্ষমতাসীন নেতানিয়াহু সরকারকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর আগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নিজেই জোর দিয়ে বলেছিলেন, হামাসের শাসন ও সামরিক ক্ষমতা ধ্বংস না করা এবং সব জিম্মিকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত কোনো স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে যাবে না তারা। বাইডেনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে শুরু হবে। যেখানে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গাজার জনবহুল এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে। চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে সব জিম্মিকে মুক্তি, স্থায়ী শত্রুতার অবসান এবং ব্যাপকভাবে গাজা পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এই প্রস্তাবের পর শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টে অর্থমন্ত্রী স্মোট্রিস জানান, তিনি নেতানিয়াহুকে বলেছেন, হামাসকে ধ্বংস করা এবং সব জিম্মিকে ফিরিয়ে না এনে প্রস্তাবিত রূপরেখায় যদি নেতানিয়াহু রাজি হন, তাহলে সরকারের এই প্রক্রিয়ার অংশ হবেন না তিনি। প্রায় একই মনোভাব প্রকাশ করে বেন গভির বলেন, এই চুক্তির অর্থ হলো যুদ্ধের সমাপ্তি এবং হামাসকে ধ্বংস করার লক্ষ্য থেকে সরে আসা। তিনি এই চুক্তিকে অপরিণামদর্শী আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এই চুক্তি মানে সন্ত্রাসবাদের বিজয়, যা ইসরায়েল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। তিনি এই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার বদলে 'সরকার ভেঙে দেওয়ার' কথা বলেন।

নেতানিয়াহুর ডানপন্থী জোট সংসদে একটি ছোটখাটো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আছে। বেন গভিরের ওটজমা ইয়েহুডিত (ইহুদি শক্তি) পার্টির ছয়টি আসন রয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২২ মি.

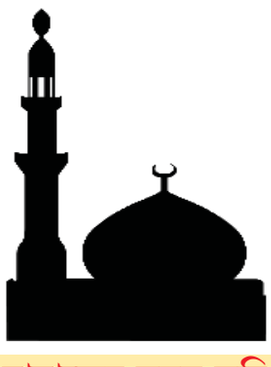

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৯	৪.৫১
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৪.১২	
মাগরিব	৬.২২	
এশা	৭.৪৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

কলম্বিয়ায় সেতু ধসে নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কলম্বিয়ায় একটি সেতুর আংশিক ধসে পড়ার ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো তিনজন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সংবাদমাধ্যম এএফপির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, সেতুর ধসে পড়ার সময় দুটি গাড়ি এবং একটি মোটরসাইকেল পানিতে পড়ে গেছে। দেশটির ট্রাফিক পুলিশের প্রধান জুলিও ওলায়া জানিয়েছেন, ভারী বৃষ্টিতে সোলেদাদের বিমানবন্দরের সঙ্গে ব্যারানকুইলা শহরের সংযোগকারী সেতুর একটি অংশ ধসে পড়েছে।

'শুধু গাজা-সুদান-ইউক্রেন নয়, যুদ্ধ হচ্ছে তোমার পকেটেও'

আপনজন ডেস্ক: বর্তমানে বিশ্বের বেশ কয়েকটি অঞ্চল জুড়েই চলছে সংঘাত। আফ্রিকার সুদান, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরে রয়েছে ইসরাইল-হামাস সংঘাত। এই যুদ্ধে বিশ্বের অনেক মানুষ অবিরাম সহিংসতা ও অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এর প্রভাব পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতেও। এবার এই যুদ্ধকে উদাহরণ হিসেবে টেনে 'মানুষের পকেটেও' যুদ্ধ চলছে বলে মন্তব্য করলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া রেসা। তিনি একজন সাংবাদিক, ফিলিপাইনের অনলাইন সংবাদমাধ্যম র‍্যাপলারের সহপ্রতিষ্ঠাতাও।

গত ২৩ মে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বক্তৃতা দেন এই নোবেল বিজয়ী। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সেখানে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীদের কিছু পরামর্শ দেন। এ সময় তিনি বলেন, যুদ্ধ শুধু গাজা, সুদান আর ইউক্রেনে হচ্ছে না; যুদ্ধ হচ্ছে তোমার পকেটেও। তিনি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, "নত হও, বিশ্বাস গড়।"

তিনি বলেন, মানবতার ওপর আমাদের বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। আর সেটা শুরু হতে পারে সহানুভূতি থেকে। মারিয়া রেসা বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার একটা শব্দ আমার খুব প্রিয়। উবুন্টু। অর্থাৎ আমরা আছি বলেই আমি আছি।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে নতুন ক্রাউন প্রিন্স ঘোষণা করলেন কুয়েতের আমির

আপনজন ডেস্ক: আরব দেশ কুয়েতের নতুন ক্রাউন প্রিন্স নিযুক্ত হয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ সাবাহ খালেদ আল-হামাদ আল-সাবাহ। শনিবার দেশটির আমির শেখ মেশাল আল-আহমদ আল-সাবাহ এই ঘোষণা দেন। শেখ সাবাহ খালেদ আল-হামাদ অতীতে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন।

সিংহাসন গ্রহণের মাত্র ছয় মাস এবং সংসদ স্থগিত করার কয়েক সপ্তাহ পরে এই সিদ্ধান্ত নিলেন কুয়েতের আমির।

সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭১ বছর বয়সী শেখ সাবাহ খালেদ আল-হামাদ ২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত উপসাগরীয় এই দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এরপর ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, নির্বাচনের মাত্র ছয় সপ্তাহ পরে ৮৩ বছর বয়সী আমির শেখ মেশাল আল-আহমদ আল-সাবাহ সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর কুয়েত গত মে মাসে নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিরতায় নিমজ্জিত হয়। সেসময় সংবিধানের বেশ কিছু ধারাও স্থগিত করেন তিনি।

গত বছরের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নেওয়া এই আমির এরপর দ্বিতীয় সরকারের নাম ঘোষণা করেন।

শ্রীলংকায় মৌসুমী বন্যা: নিহত ১৪, স্কুল বন্ধ ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলংকায় মৌসুমি ঝড়ের কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ভূমিধসে এবং গাছাপালা উপড়ে অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। রোববার দেশটির জাতীয় দুর্যোগ কেন্দ্র এ তথ্য জানিয়েছে।

আরব নিউজের খবরে জানা গেছে, রাজধানীর কলম্বোর কাছে রোববার একই পরিবারের তিন সদস্য পানিতে ডুবে মারা গেছেন। এছাড়া ১১ বছর বয়সী এক কন্যাশিশু ও ২০ বছর বয়সী এক তরুণসহ আরো কয়েকজন ভূমিধসে চাপা পড়েছে।

দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (ডিএমসি) জানিয়েছে, গত ২১ মে মৌসুমী ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার পর থেকে সাতটি জেলায় গাছ পড়ে আরো ৯ জন নিহত হয়েছেন।

দেশটির বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘন ঘন বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে শ্রীলংকা।

এদিকে কলম্বোর প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসা বিমানের সব ফ্লাইট অন্য একটি ছোট বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্যায় বিমানবন্দরমুখী কয়েকটি প্রধান মহাসড়ক ও প্রস্থানের সড়ক তলিয়ে গেছে। এছাড়া ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সোমবার থেকে দেশের সব স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৫০ সংখ্যা, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৫ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সীমা লঙ্ঘন

উন্নয়নশীল বিশ্ব যেইভাবে চলিতেছে, তাহা এইভাবে খুব বেশি দিন চলিতে পারে না। যেই সকল দেশে একের পর এক সীমালঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়া চলে। সেই সকল দেশের জনগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একদা আন্দোলন-সংগ্রাম গড়িয়া তোলে। নিজেদের জীবন উত্সর্গও করে। ইহার মাধ্যমে তাহারা যেই সকল অধিকার অর্জন করিতে চাহে, তাহা সাময়িক সময়ের জন্য পাইলেও আবার তাহারা হইয়া পড়ে সেই সকল অধিকারহারা। অতঃপর নূতনভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের লড়াই করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর এই সকল দেশের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশবিদেশ ঘুরিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী মানুষের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির কারণে এই গ্লোবাল বিশ্ব ক্রমেই ছোট হইয়া আসিতেছে। পরিণত হইয়াছে এক গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সহিত তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আদানপ্রদানও বাড়িয়াছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নশীল দেশ পরিচালনায় যাহারা আছেন, তাহাদের আরো সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা সীমালঙ্ঘনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সকল দেশের মানুষ কোর্ট-কাচারি ও অফিস-আদালতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হইতেছে। বিচারের বাণী কাঁদিতেছে নীরবে-নিভৃতে। বিনা বিচারে অনেকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটাইতেছে দিনের পর দিন। মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলার কারণে নিরপরাধ ও অসহায় বনি আদমের কান্নায় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সকল মামলা-মোকদ্দমার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা জোগান দিতে গিয়া অনেকে নিঃস্ব হইয়া পথের ভিখারিতে পরিণত হইতেছে। যাহারা এইভাবে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাইতেছে, তাহারা একদিন যে প্রতিবাদমুখর হইবে না, তাহা নিশ্চয়তা দিয়া বলা যায় না। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা শিখিতেছে প্রতিবাদের ভাষা। তাহারা যখন জাগিবে, তখন যদি এই সকল দেশে বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, রক্তপাত ইত্যাদি দেখা দেয়, তখন সেই পরিস্থিতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কি কল্পনা করা যায়? অতএব, কোনোভাবেই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কেননা সীমালঙ্ঘনকারীকে সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না এবং সীমালঙ্ঘনকারীর পতন অনিবার্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে পূর্ব পাকিস্তান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ২৩ বত্সরের শাসনামলে তাহারা যেই সকল অন্যায়-অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার মাশুল শেষপর্যন্ত তাহাদের দিতে হইয়াছে। অনুরূপভাবে বিশ্বের যে কোনো দেশে বা অঞ্চলে যে কেহই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, ইহার জন্য আজ হউক বা কাল হউক, তাহাদের মূল্য দিতে হইবেই। ন্যাচারাল জাস্টিস বলিয়া যে কথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা তাহার প্রতিফলন দেখিতে পাই। যাহারা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহাদেরও শেষ পরিণতি হয় একই। বাস্তবে এই সকল ঘটনা দেখিতে পাইয়াও কি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিব না? আমরা বলি না যে, কোনো দেশে দুর্নীতি ও অনিয়ম থাকিবে না; কিন্তু ইহা যেন সর্বদা সহনশীল থাকে, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। প্রসঙ্গত, আমরা এই কথাও বলিতে চাই যে, আজ যাহারা বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন, পাখির মতো গুলি করিয়া মানুষ মারিতেছেন, মানুষের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতালে বিমান হামলা চালাইয়া গুঁড়াইয়া দিতেছেন, নারী ও শিশুদের হত্যা করিতেছেন, তাহাদের এই বাড়াবাড়ির পরিণামও কখনো শুভ হইবে না। সমস্ত পৃথিবী আজ স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে এই সকল বেদনাদায়ক ঘটনাবলির দিকে। আমরা আজ এমন এক বিশ্বে বসবাস করিতেছি, যেখানে আমাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। এক শক্তিধর নেতা প্রতিবেশী এক দেশের উপর হামলা চালাইয়া তাহার বেশ কিছু অঞ্চল দখল করিয়া এখন তাহা ছাড়িতে নারাজ। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিচুক্তি, যুদ্ধবিরতি ইত্যাদি শব্দগুলি শুনিতে ভালো লাগিলেও দুই পক্ষের যে নিরপরাধ হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেল, তাহার বিচার কি হইবে না? আমরা মনে করি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক যে পর্যায়েই হউক না কেন, সীমা লঙ্ঘন করিলে একদিন না একদিন ইহার কুফল ভোগ করিতে হইবেই। সুতরাং সময় থাকিতে এই ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা কি উচিত নহে?

আমেরিকার সামনে এক অস্থির মুহূর্ত!

রিপাবলিকানরা যা-ই বলুন না কেন, আসল কথাটি বলেছেন ইতিহাসবিদ নাফতালি। তার ভাষায়, আমেরিকার সামনে এক কঠিন অস্থির সময় অপেক্ষা করছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিচারের রায় এসেছে বটে, তবে এখনো 'চূড়ান্ত রায়' আসেনি। আমেরিকার ভবিষ্যত্ নির্ভর করছে সেই চূড়ান্ত রায়ের ওপরেই। সেই চূড়ান্ত রায় কবে হবে? আগামী নভেম্বরের ভোটে! লিখেছেন স্টিফেন কলিনসন...

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেছে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটান আদালতের জুরি বোর্ড। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০০৬ সালে পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেছিলেন তিনি। এরপর ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বিষয়টি নিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ দেন ড্যানিয়েলসকে। তবে ব্যাবসায়িক নথিতে এই অর্থ লেনদেনের বিষয় গোপন রাখায় জালিয়াতির অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলায় তার বিরুদ্ধে ৩৪টি অভিযোগ আনা হয়। ট্রাম্পের জন্য বড় বিপদের কারণ, সব কটি অভিযোগেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আর এর মধ্য দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন আলোচিত-সমালোচিত এই রিপাবলিকান নেতা। কেননা, ট্রাম্পই প্রথম কোনো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলেন। দোষী সাব্যস্ত অপরাধী হওয়ার পরপরই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আইনের শাসনের ওপর নতুন করে আক্রমণ শুরু করতে দেখা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কঠিন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা সবার জানা। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, তা তিনি যিনিই হোন না কেন। মার্কিন আইনের কোথাও বলা নেই যে, কোনো কোটিপতি আইনের ঊর্ধ্বে। একইভাবে এ-ও বলা নেই, সাবেক বা সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের বেলায় দায়মুক্তির সুযোগ আছে। এতে স্পষ্ট হয়, আদালতের রায়ে কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তাকে নিশ্চিতভাবে সাজা ভোগ করতে হবে। তবে ট্রাম্পের মামলার রায়ে লক্ষ করা গেছে, কর্তৃত্ববাদী আচরণের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছেন এই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

রায় ঘোষণার পর মার্কিন বিচারব্যবস্থার প্রতি আঙুল তুলে শীর্ষস্থানীয় এই রিপাবলিকান নেতা হুমকির স্বরে বলেছেন, 'এটা নিছক কারচুপি। এই বিচার অসম্মানজনক। প্রকৃত রায় হবে ৫ নভেম্বর। জনগণ খুব ভালো করেই জানে যে, এখানে কী ঘটেছে।' ট্রাম্প একটি লিখিত বিবৃতিও জারি করেছেন। এই বিবৃতিতে এমন সব কথা বলা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিজের ভাগ্য এবং দেশ–এ দুই বিষয়কে আলাদা করে দেখার লোক ট্রাম্প নন! বরং একজন স্বৈরাচারী নেতার বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে বেশি লক্ষণীয়। বিবৃতিতে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি একদমই নির্দোষ। তবে আমি বলে রাখছি, আমি দেশের জন্য লড়ছি। আমি আমাদের সংবিধানের জন্য লড়াই করছি।' তিনি এমন কথাও অবলীলায় বলেছেন, 'আমাদের পুরো দেশে এখন কারচুপি করা হচ্ছে।' এ ধরনের কথা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে কতটা শোভা পায়?

মুখে যাই বলুন না কেন, রায়ের পর ট্রাম্প যখন আদালতকক্ষের বাইরে বের হন, তখন তার মুখ দেখেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, এই রায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কঠিন যন্ত্রণায় পড়েছেন। এটা আসলেই ট্রাম্পের জন্য বিরাট যন্ত্রণাময় মুহূর্ত! আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে তিনি যে নতুন মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসার অভিলাষ পোষণ করে আসছেন, এই রায় তার ওপরও বেশ প্রভাব ফেলবে। সব মিলিয়ে ট্রাম্প এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন।

আগামী ১১ জুলাই এই মামলার আনুষ্ঠানিক রায় ঘোষণা করা হবে। এর দিন কয়েক আগে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে নিজের মনোনয়ন নিশ্চিত করবেন ট্রাম্প। ইতিমধ্যে তিনি বলা শুরু করেছেন, তার ওপর 'রাজনৈতিক নিপীড়ন' চালানো হচ্ছে। এ ধরনের কথা প্রচারের পেছনে যে তার 'রাজনৈতিক কৌশল' নিহিত আছে, তা-ও স্পষ্ট বোঝা যায়। সমর্থকদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, শত্রুদের বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধ' নেওয়া হবে এবং মূলত এ কারণেই দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে চান। এসব কথা বলে ট্রাম্প সত্যিকার অর্থেই ক্রমাগত 'মেরুকরণ' সৃষ্টি করে চলেছেন ভোটারদের মধ্যে। তবে তিনি যা-ই বলুন না কেন, ভোটারদের যা-ই বোঝাতে চেষ্টা চালান না কেন, কোনো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের এভাবে দোষী প্রমাণিত হওয়ার ঘটনা আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। আমেরিকানরা এর আগে কখনোই কোনো সাবেক প্রেসিডেন্টকে অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হতে দেখেনি। এমনকি এ ধরনের তিক্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেরুকরণও যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বিরল। আমেরিকা প্রকৃত অর্থেই এক 'নিশ্চল পাথুরে সময়' পার করছে।

রায় ঘোষণার পর মার্কিন বিচারব্যবস্থার প্রতি আঙুল তুলে শীর্ষস্থানীয় এই রিপাবলিকান নেতা হুমকির স্বরে বলেছেন, 'এটা নিছক কারচুপি। এই বিচার অসম্মানজনক। প্রকৃত রায় হবে ৫ নভেম্বর। জনগণ খুব ভালো করেই জানে যে, এখানে কী ঘটেছে।' ট্রাম্প একটি লিখিত বিবৃতিও জারি করেছেন। এই বিবৃতিতে এমন সব কথা বলা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিজের ভাগ্য এবং দেশ–এ দুই বিষয়কে আলাদা করে দেখার লোক ট্রাম্প নন! বরং একজন স্বৈরাচারী নেতার বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে বেশি লক্ষণীয়। বিবৃতিতে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি একদমই নির্দোষ। তবে আমি বলে রাখছি, আমি দেশের জন্য লড়ছি। আমি আমাদের সংবিধানের জন্য লড়াই করছি।'

একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে ভোটারদের প্রস্তুত করছেন ট্রাম্প। তিনি যে দোষী সাব্যস্ত হবেন, তা তার জানাই ছিল। এমন একটি অবস্থার মুখে তিনি বার বার দাবি করছেন, তার বিরুদ্ধে যে চার চারটি অপরাধমূলক অভিযোগ আনা হয়েছে, তা তাকে ধ্বংস করার জন্যই। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি ঘটা করে প্রচার করছেন, তাকে দমিয়ে রাখতে এটা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চক্রান্ত। আরো একটা বিষয় আছে।

'একজন অপরাধীর পক্ষে প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করা হবে চিন্তার বাইরে'–এই আদর্শ ভেঙে ফেলার জন্যও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প। ভোটাররা একে কীভাবে দেখছে, এর প্রতিক্রিয়াই বা কী হবে, তা কেউ জানে না। তবে এত কিছুর পরও শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই যদি ট্রাম্প নির্বাচনে জিতে যান, তা হবে আমেরিকার ইতিহাসে আরেক স্মরণীয় অধ্যায়। যদি ট্রাম্পই ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে মার্কিন সংবিধানের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাহলে আমেরিকা পরিচালিত হবে একজন অপরাধীর নেতৃত্বে। সেই অবস্থায় বিচারব্যবস্থার কী দশা হতে পারে, তা-ই বড় প্রশ্ন। এটা আমেরকার জন্য আসলেই বিরাট চিন্তার বিষয়। এর কারণ, ২০২০ সালের নির্বাচনে হেরে গিয়েও ক্ষমতায় থাকার জন্য ট্রাম্প কী ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায়, নিজেকে বাঁচাতে যা করা দরকার, সবই করবেন তিনি। এমনকি যদি তার কাজকর্মে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে পড়ে যায়, তাতেও তার কোনো ভাবান্তর থাকবে না।

ট্রাম্পের বিচারের রায়ের পর এক গভীর প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসবিদ টিমোথি নাফতালি মন্তব্য করেছেন, দেশের আইনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কটাক্ষ করা এবং ক্ষমতায় গিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়া–এমন সব প্রচারণার পেছনে ট্রাম্পের ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। এ ধরনের জ্বালাময়ী আহ্বানের মাধ্যমে রিপাবলিকান কর্মী বা সমর্থকদের আসন্ন নির্বাচনে তাকে জেতাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য খেপিয়ে তোলা হচ্ছে! আমার দৃষ্টিতে এটা 'একটি বিষের স্রোত' তৈরি করতে চলেছে, যা আমরা আলোচিত ৬ জানুয়ারির আগে 'স্টপ দ্য স্টিল' প্রচারাভিযানেও দেখেছিলাম। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সেদিনকার চেয়েও খারাপ হতে চলেছে এবারের অবস্থা! এর মধ্য দিয়ে 'সংবেদনশীল দেশ' হিসেবে অবিহিত আমেরিকা ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠবে। নাফতালি আরো বলেছেন, আমি উদ্বিগ্ন এ কারণে যে 'স্টপ দ্য স্টিল' প্রচারাভিযান আমেরকারি নির্বাচনি ব্যবস্থার সততা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে ব্যাপক সন্দেহ তৈরি করেছিল। অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, ২০২০ সালের নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে।

দেশের বিচারব্যবস্থাকে জড়িয়ে ট্রাম্পের প্রচার-প্রচারণা বেশ কাজেও দিচ্ছে! দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন আছে ৫০ শতাংশের বেশি রিপাবলিকানের। এমনকি অনেক রিপাবলিকান নেতা কড়া প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন ট্রাম্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। যেমন–ট্রাম্পের সম্ভাব্য ভাইস প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান নেতা নিধি এলিস স্টেফানিক হুংকার দিয়েছেন, 'আজকের রায় দেখায় যে, জো বাইডেন ও ডেমোক্র্যাটদের অধীনে বিচারব্যবস্থা কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত, এখানে কী ধরনের কারচুপি চলে এবং এই প্রতিষ্ঠান কতটা অ-আমেরিকান হয়ে উঠেছে।' হাউস স্পিকার মাইক জনসন মন্তব্য করেছেন, 'আজকের দিনটি আমেরিকার ইতিহাসে একটি লজ্জাজনক দিন। ডেমোক্র্যাটরা উল্লাস করছে; কারণ, তারা বিরোধী দলের নেতাকে হাস্যকর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতে সফল হয়েছে।'

রিপাবলিকান নেতা লুইসিয়ানার ভাষ্য, 'এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। এখানে আইনকে তোয়াক্কা করা হয়নি। ট্রাম্পের আরেক শীর্ষ সহযোগী সাউথ ক্যারোলিনার সেন লিন্ডসে গ্রাহাম বলেছেন, 'এই রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এটা ন্যায়বিচারের প্রতি উপহাস।'

রিপাবলিকানরা যা-ই বলুন না কেন, আসল কথাটি বলেছেন ইতিহাসবিদ নাফতালি। তার ভাষায়, আমেরিকার সামনে এক কঠিন অস্থির সময় অপেক্ষা করছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিচারের রায় এসেছে বটে, তবে এখনো 'চূড়ান্ত রায়' আসেনি। আমেরিকার ভবিষ্যত্ নির্ভর করছে সেই চূড়ান্ত রায়ের ওপরেই। সেই চূড়ান্ত রায় কবে হবে? আগামী নভেম্বরের ভোটে!

লেখক: সিএনএনের নিয়মিত কলামিস্ট

সিএনএন থেকে অনুবাদ

জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য যে বার্তা দিয়ে চলেছে

রাসেল হোসেন

পৃথিবীতে যে ঘটনাগুলো মানব মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও আলোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে একটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন। যা কেঁড়ে নেয় মানুষের শেষ সম্বলটুকুও, এনে দেয় হাজারো আহাজির মিশ্রিত ঘটনা। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন যেন তার চূড়ায় পৌঁছেছে। গ্রীষ্মের সময়ে অতিরিক্ত গরমের কারণে বসবাস করা যেমন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে তেমনি শীতকালে অতিরিক্ত শীত, বর্ষার মৌসুমে অতিরিক্ত বর্ষা ও সময়ে-অসময়ে প্রকৃতির বৈরী রূপ জানান দিচ্ছে তা কতটা সময়ান্তরে পরিবর্তনের স্বাদ পেয়েছে।

দুনিয়াজুড়ে এ যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা চলছে। পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তেই ঝড়, খরা, বন্যা দাবানল কিংবা কোথাও শৈত্যপ্রবাহ লেগেই রয়েছে।

প্রকৃতি দুর্যোগের এত রমরমা বিরূপ আয়োজনের মধ্যে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। ঘূর্ণিঝড় রেমালের ভয়াবহতা সময়ের দিক দিয়ে এ যাবতকালে ঘূর্ণিঝড় আইলাকেও হার মানাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আইলা ৩৪ ঘণ্টা ধরে ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তার করলেও, সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় রেমাল সময়ের হিসাবে প্রায় ৪৫ ঘণ্টা অবস্থান করছে- যা ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার থেকে ১২০ কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে উপকূলে বসবাসরত প্রান্তিক মানুষ থেকে শুরু করে শহরের জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব

গ্রীষ্মের সময়ে অতিরিক্ত গরমের কারণে বসবাস করা যেমন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে তেমনি শীতকালে অতিরিক্ত শীত, বর্ষার মৌসুমে অতিরিক্ত বর্ষা ও সময়ে-অসময়ে প্রকৃতির বৈরী রূপ জানান দিচ্ছে তা কতটা সময়ান্তরে পরিবর্তনের স্বাদ পেয়েছে। দুনিয়াজুড়ে এ যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা চলছে। পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তেই ঝড়, খরা, বন্যা দাবানল কিংবা কোথাও শৈত্যপ্রবাহ লেগেই রয়েছে।

ফেলছে। এতে যেমন জন্ম দিয়েছে হতাহতের সংখ্যা, তেমনি তৈরি করছে মানুষের মনে নানা ভাবাবেগ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষয়ে যাচ্ছে পৃথিবীররক্ষাকবচ ওজোন স্তর। এতে ভবিষ্যতের সময়গুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ মাত্রা আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে পৃথিবীতে বসবাস করা যেমন দুঃসাধ্য হবেতেমনি এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে হুমকির মুখে পড়তে হবে। যদি প্রশ্ন করা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূল দায়ী কে? তাহলে উত্তর বোধ হয় মানুষই আসবে।

মানুষ তার প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রতিনিয়তই পরিবেশ ধ্বংস করছে, জীবাশ্ম জালানি উত্তোলন করছে, অপরিকল্পিত বাসাবাড়ি গড়ছে, মাত্রাতিরিক্ত কলকারখানা থেকে দূষিত ধোঁয়া পরিবেশে কার্বন ডাই- অক্সাইডের পরিমাণ বাড়াচ্ছে ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থার জন্য মানুষ প্রাকৃতির উপাদানকে মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে- যা শুধু পরিবেশের স্বাভাবিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে না বরং প্রকৃতি তার জবাব দুর্যোগের মাধ্যমে মানুষকে দিচ্ছে। অতীতে মানুষ প্রকৃতির অধীনে থাকলেও বর্তমানে প্রকৃতিকে মানুষের অধীনে থাকতে হচ্ছে। ফলে মাত্রাতিরিক্ত তেল, গ্যাস, কয়লা উত্তোলনের কারণে অতীতের তুলনায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে ১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ উনবিংশ শতকের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে।

মানুষের শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়ে প্রতিনিয়ত বাতাসে মিশছে। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের বার্ষিক গড় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪১০ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন), ১৮৬৬ পিপিবি (পার্টস পার বিলিয়ন) ও ৩৩২ পিপিবি। যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সময়ে-অসময়ে সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি তা থেকে জলাবদ্ধতা, জলদূষণ নিরাপদ খাবার জলের অভাব ও খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে। বন্যার

মানুষের শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়ে প্রতিনিয়ত বাতাসে মিশছে। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের বার্ষিক গড় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪১০ পিপিএম ১৮৬৬ পিপিবি ও ৩৩২ পিপিবি। যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ডায়রিয়া ও অন্যান্য জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব করছে। জলোচ্ছ্বাসের ফলে জলে ডুবে মৃত্যু, সাপের কামড় মতো ঘটনা ঘটছে তেমনি জল শুকিয়ে এলে খোসপাঁচড়াসহ বিভিন্ন চর্মরোগের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব নেতারা নানা সম্মেলনে তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার কথা বলে থাকলেও, মূলত তাদের স্বেচ্ছাচারিতার অভাবের কারণে তাপমাত্রার বৃদ্ধি রোধ করা যাচ্ছে না। তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধে তাদের সত্যিকার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন না ঘটলে, নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে আরো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হবে।

মানুষের অপকর্মের জের টানছে প্রকৃতি। যার মাশুল গুনতে গিয়ে জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুসংস্থান হুমকির মুখে পড়ছে। ফল হিসেবে গলে যাচ্ছে মেরু অঞ্চল ও সুউচ্চ পর্বতমালায় জমে থাকা হিমবাহ ও বরফের স্তর। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আমাদের সবাইকে যার যার জায়গা থেকে এগিয়ে আসতে হবে, গাছ লাগাতে হবে ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদের কথা ভেবে হলেও অপকর্মের ইতি টানতে হবে। এর জন্য বিশ্ব নেতাদের মুখ্য ভূমিকার বিকল্প নেই। তাদের কর্মই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বার্তা দেবে।

চাঁদে ট্রেন চালাতে চায় নাসা! আলোচনায় ‘ফ্লোট প্রযুক্তি’

আপনজন ডেস্ক: ট্রেনে চড়ে পৌঁছে যাবেন চাঁদে! সত্যিই, এবার চাঁদে ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করছে নাসা। তবে পৃথিবীর মতো চাঁদে যাওয়ার ট্রেনের কিন্তু দুটি ট্র্যাক থাকবে না। তাহলে ব্যাপারটা কী, ফ্লোট প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করবে জেনে নেয়া যাক।

বিশ্বের বড় বড় মহাকাশ সংস্থাগুলো চাঁদে পৌঁছাচ্ছে। চাঁদের প্রজেক্টের জন্য একটি বিশেষ মিশন চালু করেছে চীন। এদিকে নাসা আবারও চাঁদে মানুষ পাঠাতে চাইছে। সেখানে বসতি স্থাপন করতে চাইছে। বিশেষজ্ঞরা মানুষকে অন্য গ্রহে নিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম উপায়ও খুঁজছেন। কিন্তু উড়ন্ত পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে চাঁদে নিয়ে যাওয়া কিছুটা কঠিন হতে পারে। তাই নাসা একটি রেল ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় যাতে, মানুষ চাঁদের মতো দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ করতে পারে।

চাঁদে বৃহৎ জনসংখ্যা পরিবহনের ক্ষেত্রে বর্তমানের প্রচলিত উপায় কার্যকর হবে না। এর জন্য বড় পরিবহণ পরিষেবা প্রয়োজন। তাই ফ্লোট নামে একটি নতুন প্রযুক্তি তৈরি করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে এটি চাঁদে মিশনের সময় নভোচারীদের জন্য একটি দারুণ বিকল্প সরবরাহ করবে। চুম্বক চালিত এই রেলপথ তৈরির জন্য অর্থায়নও বাড়িয়েছে নাসা।

ফ্লোট প্রযুক্তি আবার কী

এটি অনেকটা কল্পবিজ্ঞান সিনেমার মতো। ফ্লোট মানে হল ট্র্যাকে নমনীয় লেভিটেশন। এই প্রকল্পটি নাসা-এর জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি পরিচালনা করছে। এটি নাসার উদ্ভাবনী উন্নত ধারণা প্রোগ্রাম অধ্যয়নের দ্বিতীয় পর্যায়। প্লাজমা রকেট এবং একটি বড় অপটিক্যাল অবজারভেটরি রয়েছে এই পর্যায়ে।

নাসার নির্মিত এই রকেটটি পৃথিবী থেকে সৌরজগতের যেকোনও স্থানে দ্রুত ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে। চন্দ্র রেলব্যবস্থা চাঁদে নির্ভরযোগ্য, স্বয়ংক্রিয় এবং দক্ষ পেলোড পরিবহণ ব্যবস্থা সরবরাহ করবে। চাঁদের মাটি পরিবহনে ভূমিকা পালন করতে পারে এটি। এই মাটির সাহায্যে নভোচারীরা চাঁদে ভিত্তি তৈরি করতে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করতে পারবেন। নাসার রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার ইথান স্কুলার এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার অনুমান যে এটি দিনে ১০০ টন পণ্য পরিবহণ করতে পারে। তিনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন ট্রেনের যে চাকা, তা ট্র্যাকের উপর দিয়ে উড়ে উড়ে এগিয়ে যাবে। এই রোবটগুলিতে কার্ট বসানো হবে এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১.৬১ কিলোমিটার বেগে চলাচল করবে।

মহাকাশ সংস্থা নাসা বলেছে, ফ্লোট-এর মূল উদ্দেশ্য হবে চাঁদের সেই জায়গাগুলোতে পরিবহণ পরিষেবা প্রদান করা, যেখানে নভোচারীরা সক্রিয় রয়েছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন এলাকায় চন্দ্রের মাটি ও অন্যান্য উপকরণ বহন করার কাজ করবে এটি। এছাড়াও মহাকাশযান অবতরণ করবে যে এলাকায়, সেখান থেকে বৃহত্তর লোড সামগ্রী এবং সরঞ্জাম পরিবহণ করবে এটি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ফ্লোট হবে নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রামের অংশ, যেটি ১৯৭২ সালের পর প্রথমবারের মতো চাঁদে মহাকাশচারীদের পাঠাতে চায়। মহাকাশ সংস্থা চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাকাশচারীদের বসতি স্থাপন করার জন্য ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

সাইবার হামলায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার বিটকয়েন চুরি

আপনজন ডেস্ক: দামের ঊর্ধ্বগতির কারণে অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ভার্চুয়াল মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করেন। আর এ জন্য বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ। সম্প্রতি জাপানের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান ডিএমএম বিটকয়েনে বড় ধরনের সাইবার হামলা চালিয়ে বিপুলসংখ্যক বিটকয়েন (ভার্চুয়াল মুদ্রা) চুরি করেছে হ্যাকাররা। প্রতিষ্ঠানটির বরাতে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, হ্যাকাররা সাড়ে চার হাজারের বেশি বিটকয়েন চুরি করেছে। যার মূল্য ৩০ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার (৩ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা)।

ডিএমএম বিটকয়েনে চালানো এই সাইবার হামলাকে ভার্চুয়াল মুদ্রার ইতিহাসে অষ্টম বৃহত্তম চুরি হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও হ্যাকাররা চুরি করা বিটকয়েন ১০টি ভিন্ন ভিন্ন ওয়ালেটের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলেছে।

ওয়েব নিরাপত্তা সংস্থা ডিফাই জানিয়েছে, হ্যাকাররা গত বছর কয়েক ডজন সাইবার হামলা চালিয়ে প্রায় ২০০ কোটি মার্কিন ডলার সমমূল্যের বিভিন্ন ভার্চুয়াল মুদ্রা চুরি করেছে। ২০২৪ সালে এ পর্যন্ত ৪৭ কোটি ৩০ লাখ ডলার সমমূল্যের ভার্চুয়াল মুদ্রা চুরি করেছে তারা। অনেক দেশে ভার্চুয়াল মুদ্রা বৈধ নয়। এর ফলে সাইবার হামলা চালিয়ে বিটকয়েনসহ বিভিন্ন ভার্চুয়াল মুদ্রা চুরি করলেও সরকার বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জানায় না অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। আর তাই হ্যাকাররাও আগের তুলনায় বিটকয়েনসহ বিভিন্ন ভার্চুয়াল মুদ্রা চুরি করতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে।

গাড়িতে যাত্রীদের অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করবে আইওএস ১৮

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি আইফোনের অপারেটিং সিস্টেম ‘আইওএস’-এর জন্য কয়েকটি নতুন ফিচার দেখিয়েছে অ্যাপল। এর মধ্যে রয়েছে এমন এক অভিজ্ঞতা, যা গাড়িতে ফোন ব্যবহারের সময় যাত্রীদের অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে পারে। বুধবার ‘ভিয়েকল মোশন কিউস’ নামে একটি নতুন ফিচার ঘোষণা করেছে টেক জায়ান্ট কোম্পানিটি, যা তৈরি হয়েছে চলন্ত গাড়িতে যাত্রীর ‘মোশন সিকনেস’ বা গতিবিধির অসুস্থতা কমানোর লক্ষ্যে।

ফিচারটি চালু করলে স্ক্রিনের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু ‘অ্যানিমেটেড ডট’ দেখা যাবে, যেগুলো গাড়ির গতিবিধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরতে থাকে। অ্যাপল বলছে, এর মাধ্যমে ফোনের সেন্সর সংশ্লিষ্ট জটিলতা কমে আসবে।

এইসব চলমান বিন্দু ফোনের কাজে হস্তক্ষেপ না করেই গাড়ির গতিকে অনুকরণ করবে। ফলে, গাড়ির পেছনের সিটে বসে ব্যবহারকারীরা আরো আরামে স্ক্রিনের লেখা পড়তে বা গেইম খেলতে পারবেন। এর আগের এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মোশন সিকনেস মূলত দেখা যায় মানুষের দৈহিক অনুভূতির সঙ্গে চোখ দিয়ে দেখা দৃশ্যের অমিল ঘটলে।

নতুন ফিচারটি ১৬ মে ‘গ্লোবাল অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যাওয়ারনেস ডে’র আগে ঘোষণা করা বিভিন্ন আপডেটের অংশ। আর এ বছরের শেষ নাগাদ আইফোন ১৬’র সঙ্গে আইওএস ১৮’র অংশ হিসেবে এটি প্রকাশ পেতে পারে বলে প্রতিবেদনে লিখেছে ব্রিটিশ দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এতে আইফোন ও আইপ্যাডের সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, যা দিয়ে ব্যবহারকারী কখন চলমান গাড়িতে আছেন, তা শনাক্ত করা যায়। আর ফোনের কন্ট্রোল সেন্টার থেকেই ফিচারটি চালু বা বন্ধ করা যাবে।

নতুন মোশন সিকনেস ফিচারের পাশাপাশি আইফোন ও আইপ্যাডে ‘আই ট্র্যাকিং’ নামের সুবিধা আনছে অ্যাপল, যার মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যবহারকারীরা শুধু চোখ দিয়েই ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

অ্যাপল বলছে, ফিচারটি এআইয়ের মাধ্যমে চলবে ও ফোনের সামনের ক্যামেরা ব্যবহার করবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা শুধু নিজের চোখ ব্যবহার করেই গাড়ির গতিবিধি ‘নেভিগেট’ করতে, বিভিন্ন কনটেন্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে এবং স্ক্রিনের ওপরে ও নিচে সোয়াইপ করতে পারবেন।

‘মিউজিক হ্যাপটিক্স’ নামের আরো একটি নতুন ফিচার আনছে অ্যাপল। এতে ব্যবহার করা হয়েছে আইফোনের ‘ট্যাপটিক ইঞ্জিন’ নামের সুবিধাটি, যার মাধ্যমে সংগীতের তালে তালে ডিভাইসে কম্পন সৃষ্টি হবে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যবহারকারীদের ফোনে সংগীত উপভোগের নতুন উপায় দেবে ফিচারটি। এর আগে স্টার্টআপ কোম্পানি ‘নাথিং’ নিজেদের ফোনে একই ধরনের ফিচার এনেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে ইনডিপেন্ডেন্ট।

এ ছাড়া, ১০ জুন নিজস্ব আয়োজন ডব্লিউডব্লিউডিসি’তে আইওএস ১৮’র আসন্ন ফিচারগুলো ঘোষণা দিতে পারে অ্যাপল, যেখানে বড় ভূমিকা রাখতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি।

যুক্তরাষ্ট্র ফেরত চিনা বিজ্ঞানীর হাতে তৈরি হলো নতুন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং যন্ত্র

আপনজন ডেস্ক: গত এক দশক ধরে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রযুক্তি নিয়ে ঠান্ডা যুদ্ধ দেখা যাচ্ছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। এবার যুক্তরাষ্ট্র ফেরত বিজ্ঞানী ডুয়ান লুমিংয়ের হাত ধরে নতুন কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরিতে সাফল্য লাভ করেছে চীন।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের দুনিয়াতে বিজ্ঞানী ডুয়ান আলোচিত এক নাম। ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় যোগ দেওয়ার পর প্রায় ১৫ বছর কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ওপরে আলোচিত সব গবেষণায় যুক্ত ছিলেন তিনি। পরে ২০১৮ সালে চীনে ফেরত আসেন এই বিজ্ঞানী। যুক্তরাষ্ট্র ফেরত এই বিজ্ঞানীর হাত ধরেই চীনে তৈরি হলো শক্তিশালী কোয়ান্টাম কম্পিউটার। চীনের সিংগুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারডিসিপ্লিনারি ইনফরমেশন সায়েন্সেস ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত বিজ্ঞানী ডুয়ান লুমিংয়ের নেতৃত্বে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আয়নভিত্তিক কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করেছেন চীনের

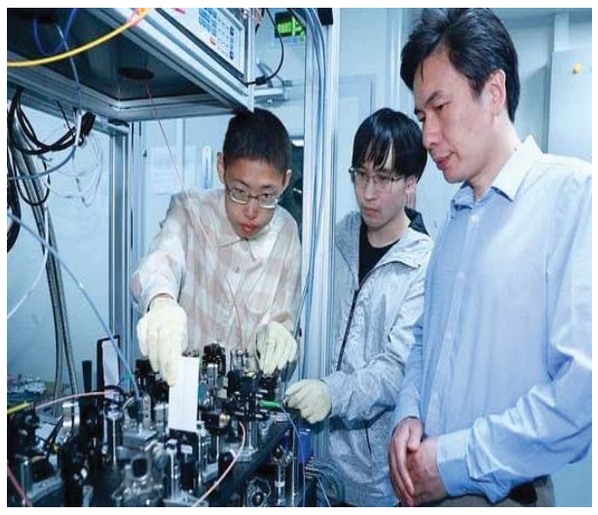

বিজ্ঞানীরা।

কম্পিউটারে তথ্য সঞ্চয় করার জন্য কোয়ান্টাম বিট বা কিউবিট ব্যবহার করা হয়। তবে সিলিকনভিত্তিক কম্পিউটারে প্রচলিত বিটের বিপরীতে কিউবিট ব্যবহার করা হয়, যা একই সঙ্গে চালু ও বন্ধ থাকতে পারে, যা সুপারপজিশন নামেও পরিচিত। এর মাধ্যমে কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম বিশ্বের দ্রুততম সুপারকম্পিউটারকে কম সময়ে বেশি তথ্য প্রক্রিয়া করার সুযোগ করে দেয়। বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে আয়ন বা চার্জযুক্ত কণাকে তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কোয়ান্টাম সিস্টেমে চার্জযুক্ত কণাকে কিউবিট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে তাত্ত্বিকভাবে আয়নের মাধ্যমে কোয়ান্টাম তথ্য স্থানান্তর করা গেলেও এখনই এ সুবিধা ব্যবহারের সক্ষমতা নেই বিজ্ঞানীদের।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে বিজ্ঞানীরা আবদ্ধ বা ট্র্যাপড-আয়ন সিস্টেম ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের সিস্টেমে বিজ্ঞানীরা একটি একমাত্রিক আয়ন-স্ফটিক ব্যবহার করেছেন, যা আয়নকে জালিকা কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। পুরো বিষয়টিকে ট্র্যাপড-আয়ন সিস্টেম বলা হয়। সিংগুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আপাতত ৫১২টি আয়নের দ্বিমাত্রিক স্ফটিক তৈরি করেছেন। কোয়ান্টামবিজ্ঞান দুনিয়ায় তাঁরাই প্রথম এ ধরনের স্ফটিক তৈরি করেছেন।

এই গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বড় আকারের কোয়ান্টাম কম্পিউটার নির্মাণের সুযোগ তৈরি হলো বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আয়নভিত্তিক কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সিস্টেম তৈরির গবেষণার ফলাফল নেচার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

সূর্যের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সম্ভাব্য উৎস খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

আপনজন ডেস্ক: সূর্যের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সম্ভাব্য উৎস খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এতোদিন তারা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সম্ভাব্য উৎস যেখানে আছে ভেবেছিলেন, আসলে এটি সেখানে ছিল না। জটিল কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায়, সূর্যের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি নক্ষত্রের গভীর থেকে নয় বরং সৌরপৃষ্ঠের বাইরের স্তরজুড়ে প্লাজমার অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত হয়। যেমনটি গবেষকরা আগে ভেবেছিলেন।

লাইভ সায়েন্সের এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদি বিজ্ঞানিদের অনুমান সঠিক হয়, তবে তাদের আবিষ্কার সৌর শিখা এবং সৌরঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার আরও ভালো সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

সৌর শিখা বলতে মূলত সূর্যের বায়ুমণ্ডলে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের তীব্র বিস্ফোরণকে বুঝায়। সূর্যের সক্রিয় অঞ্চলে প্রায়ই এই বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে পৃথিবীতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটতে পারে, ইন্টারনেটব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে

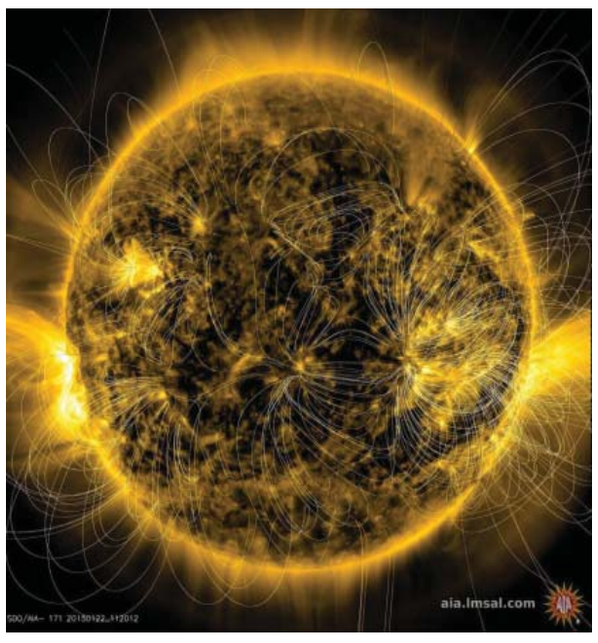

যেতে পারে, এমনকি পৃথিবীতে উপগ্রহও আছড়ে পড়তে পারে।

গত ২২ মে নেচার জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় গবেষকরা তাদের ফলাফল প্রকাশ করেছেন। যদিও ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গবেষণাবিজ্ঞানী কিটন বার্নস বলেন, আমি মনে করি এই ফলাফল বিতর্কিত হতে পারে।

প্লাজমার (মুক্ত আয়ন এবং ইলেকট্রনের সংমিশ্রণ) একটি বিশাল বল হলো সূর্য। এর চার্জযুক্ত আয়নগুলো শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করতে ঘূর্ণায়মান থাকে। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের রেখাগুলো একে অপরকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই কখনও কখনও এই ক্ষেত্রগুলো হঠাৎ ছিটকে যাওয়ার আগে গিঁট বাধে - যার ফলস্বরূপ সৌর শিখা বা সৌর পদার্থের বিশাল প্লামগুলো মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। ‘পরিচলন অঞ্চল’ নামে পরিচিত প্রবাহিত প্লাজমার অঞ্চল সূর্যের ব্যাসার্ধের শীর্ষ তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত, যা এর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার মাইল নিচে পর্যন্ত প্রসারিত।

সৌর শিখার বিশাল প্লামগুলো প্রতি ঘণ্টায় কয়েক মিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করতে পারে। সৌর বায়ু থেকে চার্জযুক্ত কণাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে একটি তরঙ্গফ্রন্ট তৈরি করে, যা পৃথিবীর দিকে এলে আমাদের গ্রহের ওপর ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ের সূত্রপাত করতে পারে।

পূর্বে গবেষকরা নিশ্চিত ছিলেন না যে, সূর্যের বেশিরভাগ চৌম্বকত্বের উৎপত্তি কোথা থেকে। তবে নতুন গবেষকরা সৌর ঝড়কে আরও ভালভাবে বুঝতে পারার এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার আশা প্রকাশ করছেন।

এক মিনিটের ভয়েস নোট দেওয়া যাবে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে

আপনজন ডেস্ক: জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপের স্ট্যাটাসে নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে। এখন থেকে এক মিনিটের দীর্ঘ ভয়েস নোট স্ট্যাটাসে দিতে পারবেন। সেখানে আপনি আপনার গাওয়া কোনো গান বা মনের কথা শেয়ার করতে পারবেন।

অ্যানড্রয়েড এবং আইওএস, দুই মাধ্যমেই হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসের এই আপডেট যুক্ত হয়েছে। সব ব্যবহারকারীই এই ফিচারের পরিষেবা পাবেন। হোয়াটসঅ্যাপের স্ট্যাটাসে আগে ৩০ সেকেন্ডের ভয়েস নোট শেয়ার করা যেত।

তবে ব্যবহারকারীদের মধ্যে থেকে দাবি উঠেছিল সময়সীমা বাড়ানোর। অবশেষে ব্যবহারকারীদের সেই দাবি মেনেই নতুন সুবিধা চালু করেছে অ্যাপ কর্তৃপক্ষ। হোয়াটসঅ্যাপ ট্র্যাকার ওয়েবিটাইনফো জানিয়েছে, এই নতুন আপডেট হোয়াটসঅ্যাপের সব ব্যবহারকারীদের জন্যই চালু হয়েছে। এছাড়া আপনার হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস কে বা কারা দেখতে পাবেন এবং কারা পাবেন না তা বেছে নেয়ার সুযোগ রয়েছে আপনার হাতে।

ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতে এসি, ফ্রিজ সুরক্ষিত রাখার উপায়

আপনজন ডেস্ক: চলছে ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাতের মৌসুম। এ সময় ঘরের ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো সুরক্ষিত রাখতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

ঝড়বৃষ্টি এই সময় যেহেতু ঘন ঘন বজ্রপাত হয়, তাই ডিভাইস নষ্ট হতেই পারে।

একটি সাধারণ বজ্রপাতের ফ্ল্যাশ প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ভোল্ট এবং প্রায় ৩০,০০০ এম্পিয়ারের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। যেখানে সাধারণ বাসাবাড়িতে ২২০ ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এ সময় বজ্রপাতে ঘরের ইলেকট্রনিক ডিভাইস অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর তাই ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত থেকে কীভাবে এসি, ফ্রিজ সুরক্ষিত রাখা যায় তা-ই জানবো আজ।

> প্রথমেই বাড়ির জানালা দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। বিশেষ করে যাদের কাচের জানলা দরজা, তারা দ্রুত বন্ধ করে ফেলুন।

> প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখলেই এ কাজটি সবার আগে করে ফেলতে হবে।

> হাই ভোল্টেজের ইলেকট্রনিক জিনিসের প্রতি বেশি যত্নশীল হতে হবে। যেমন এসি, ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন, টিভি ইত্যাদি।

> শুধু বন্ধ করলেই হবে না। প্লাগ থেকে তা খুলে ফেলতে হবে। এসি, ফ্রিজের প্লাগগুলো খুলে দিন। বাজ পড়ার সময় সুইচে হাত না দেওয়াই ভালো।

> বাড়িতে যদি কেউ না থাকে তাহলে অফিসে যাওয়ার সময় বা বিশেষ করে ফোনের প্রতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ফোন চার্জে বসিয়ে রাখবেন না।

> বাড়ির আর্থিংয়ে তো নজর দিতেই হবে। এর ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। তাই বাড়িতে আর্থিং না থাকলে, সেই বিষয় দ্রুত ব্যবস্থা নিন।

> অযথা বিদ্যুতের ব্যবহার না করাই ভালো। ল্যাপটপে কোনো কাজ থাকলে চার্জ থেকে খুলে করুন। এতে অনেকাংশে বিপদ এড়িয়ে যাওয়া যায়।

> এছাড়া এ সময় ফোন, ল্যাপটপ খোলা জানালার পাশে না রাখাই ভালো। যদিও বজ্র নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোবাইল বজ্রপাতকে আকর্ষণ করে না, তবে মোবাইলে বাজ পড়লে পুড়ে যাওয়ার বা গলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্প্যাম মেসেজ আসা বন্ধ করবেন যেভাবে

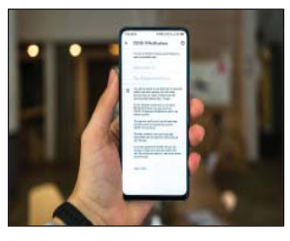

আপনজন ডেস্ক: প্রায়ই আমাদের ফোনে স্প্যাম মেসেজ আসে। এসব মেসেজ অনেক সময় বিপদের কারণও হতে পারে। এর কারণ, স্প্যাম মেসেজের মাধ্যমে হ্যাকার তথ্য চুরি করে। তবে এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই স্প্যাম মেসেজ বন্ধ করার কিছু ব্যবস্থা আছে অ্যানড্রয়েড এবং আইফোনে।

স্প্যাম মেসেজ বন্ধ করার উপায়-

অ্যানড্রয়েড ফোনে স্প্যাম মেসেজ বন্ধ করতে করণীয়-

১. মেসেজ অ্যাপে প্রবেশ করুন ও ওপরের ডান পাশে নিজের অ্যাকাউন্ট আইকোনের ট্যাপ করলে একটি মেনু আসবে।

২. মেনু থেকে মেসেজ সেটিংস অপশনে ট্যাপ করতে হবে।

৩. এরপর জেনারেল অপশন সিলেক্ট করুন।

৪. নিচের দিকে স্ক্রল করে স্প্যাম প্রোটেকশন অপশন চালু করুন।

৫. এরপর এনাবল স্প্যাম প্রোটেকশন অপশনের পাশে টগল বাটনটি চালু করুন। এর ফলে স্প্যাম মেসেজ আর ইনবক্সে আসবে না।

আইফোনে স্প্যাম মেসেজ বন্ধে করণীয়-

১. মেসেজ অ্যাপে প্রবেশ করুন ও এর সেটিংসে ট্যাপ করুন।

২. এরপর মেসেজেস অপশনে ট্যাপ করুন।

৩. মেসেজ মেনুতে নিচের দিকে স্ক্রল করে ফিল্টার আননোওন সেন্ডার খুঁজে বের করুন ও এরপাশের টগল বাটনটি অন করুন। এর ফলে যেসব ফোন নম্বর আপনার কন্টাক্ট তালিকায় সেভ করা নেই সেগুলো নিয়ে একটি আলাদা তালিকা তৈরি করবে আইফোন।

মেসি নয়, মায়ামিকে বাঁচাল ভিএআর

আপনজন ডেস্ক: ঘরের মাঠে আরেকটি হারের প্রান্তে চলে গিয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের তখন ৮৫ মিনিট, ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলের চেজ স্টেডিয়ামে সেন্ট লুইসের বিপক্ষে মায়ামি তখন ৩-২ গোলে পিছিয়ে। এমন অবস্থায় মায়ামি কার দিকে তাকিয়ে থাকে, সেটা সবারই জানা। কিন্তু যাঁর দিকে সবাই তাকিয়ে ছিল, সেই লিওনেল মেসিও কিছু করতে পারছিলেন না।

ঘরের মাঠে অবশ্য শেষ পর্যন্ত হার থেকে বেঁচেছে মায়ামি। কিন্তু মেসি নয়, মায়ামিকে আজ হার থেকে বাঁচিয়েছে ভিএআর! ৮৫ মিনিটে ইউলিয়ান গ্রেসেলের লম্বা পাস থেকে সেন্ট লুইসের জালে বল পাঠান বার্সেলোনার সাবেক খেলোয়াড় জর্দি আলবা। সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে মেতে ওঠে চেজ স্টেডিয়ামের গ্যালারি।

দলকে উৎসাহ দিচ্ছেন মায়ামির মালিকদের একজন ডেভিড বেকহামএএফপি

মুহূর্তেই আবার সেই উচ্ছ্বাস যায় থেমে। কারণ, সহকারী রেফারি যে পতাকা তুলে অফসাইডের সংকেত দেন। কিন্তু মূল রেফারি ভিএআরের সাহায্য নেন। মাঠের পাশে থাকা মনিটরে তিনি পুরো মুহূর্তটা দেখেন। মনিটরে দেখা যায়, আলবা অফসাইড নন। গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। আবার উচ্ছ্বাসে ভাসে মায়ামির গ্যালারি। ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে মায়ামি।

এর আগে ম্যাচের ১৫ মিনিটে পিছিয়ে পড়া মায়ামিকে ১০ মিনিট পর সমতায় ফেরান মেসি। ৪১ মিনিটে আবার পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে তাদের সমতায় ফেরান বার্সেলোনায় মেসির সাবেক সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। ৬৮ মিনিটে তাঁরই আত্মঘাতী গোলে ৩-২-এ পিছিয়ে পড়েন মেসিরা।

মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা মায়ামি গত বুধবার নিজেদের মাঠে আতালান্তার কাছে ৩-১ গোলে হেরেছিল।

ভিনিসিয়ুস-কারভাহালে ইউরোপসেরা রিয়াল, স্বপ্ন ভাঙল ডর্টমুন্ডের

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

ধারাটা অবশেষে ভাঙল। চ্যাম্পিয়নস লিগে সর্বশেষ চারটি ফাইনালেই স্কোরলাইন ছিল ১-০। লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে সেই ধারা ভেঙে স্কোরলাইন হলো ২-০। জয়ী দলের নামে অবশ্য একটি ধারা ঠিকই থাকল। ইউরোপের এই শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় ১৯৮১ সালের পর ফাইনালে কখনো হারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। এবারও ধারাটা বদলায়নি।

ওয়েম্বলিতে ভর করেছিল অদ্ভুত এক দৃশ্য। মার্কো রয়েসের চোখ দুটো টলমল। ভালোবাসার ক্লাবের হয়ে শেষ ম্যাচেও ১১ বছর আগের ভাগ্যটা তাঁর পাল্টায়নি। সেই ওয়েম্বলির ফাইনাল এবং আবারও হার! টনি ক্রুসের চোখ দুটোও টলমল। কিন্তু মুখে হাসি। রিয়ালের সমর্থকদের করতালিতে ভিজে শেষবারের মতো বিদায় নিচ্ছিলেন। তাঁরা দুজনেই কিংবদন্তি। কিন্তু চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের স্কোরলাইন ক্রুস ও রয়েসকে উপহার দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি। না, ১৯৯৭ ফেরাতে পারেনি ডর্টমুন্ড। ওয়েম্বলিতে তাঁদের জন্য ফিরেছে ২০১৩ ফাইনালের দুঃস্বপ্নই। বিশেষজ্ঞদের কাছে সেটাই ছিল প্রত্যাশিত। প্রতিপক্ষ যে রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়নস লিগের অবিসংবাদিত 'রাজা'। দানি কারভাহল ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র রিয়ালকে ইউরোপের সেই রাজত্বই পুনরুদ্ধার করিয়ে দিলেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের জালে গোল করে। ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় ১৮তম ফাইনালে এটি রিয়ালের ১৫তম শিরোপা। অথচ ডর্টমুন্ড স্বপ্ন দেখেছিল নিজেদের দ্বিতীয় ইউরোপসেরার শিরোপার। সেই স্বপ্ন চূর্ণ হলো ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা, কিছুটা দুর্ভাগ্য এবং রিয়ালের 'ডিএনএ'-তে। চাপ কাটিয়ে গোল আদায় করে কীভাবে ফাইনাল জিততে হয়, তা রিয়ালের চেয়ে ভালো কে জানে! একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছিলেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। চোট পাওয়া অঁরেলিয়ে চুয়ামেনির জায়গায় এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা এবং পোস্টে আন্দ্রেই লুনিনের জায়গায় থিবো কোর্তোয়া। ডর্টমুন্ড কোচ এদিন তেরজিচ একাদশ পাল্টাননি। চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের সর্বশেষ তিন ম্যাচের একাদশেই ভরসা রেখেছেন। কোচের ভরসার প্রতিদান প্রথমার্ধেই দিতে পারতেন ডর্টমুন্ডের খেলোয়াড়েরা। ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা, ভাগ্যের সহায়তা না পাওয়া এবং থিবো কোর্তোয়ায় ঠেকেছে ডর্টমুন্ড। ১৪ মিনিটে প্রথম সুযোগটি নষ্ট করেন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ইউলিয়ান ব্রান্ট। বাতাসে ভেসে আসা বল দারুণ রিসিভের পর তাঁর সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন নিকলাস ফুলক্রুগ। শটটা পোস্টে রাখতে পারেননি ব্রান্ট। ৭ মিনিট পর ম্যাটস হুমেলসের ডিফেন্স চেরা পাস থেকে আবারও সুযোগ পেয়েছে ডর্টমুন্ড। করিম আদেয়েমি বুদ্ধি খাটিয়ে অফ সাইড ফাঁদে এড়িয়ে কোর্তোয়াকে সামনে একা পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কাটাতে গিয়ে বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। রিয়ালের ডিফেন্ডার কারভাহাল ততক্ষণে আদেয়েমির সামনে চলে আসেন। এর ২ মিনিট পরই রিয়ালের পোস্টের পেছনে গ্যালারিতে ২৫ হাজার ডর্টমুন্ড সমরর্থকের 'ইয়েলো ওয়াল' টের পেয়ে যায়, ভাগ্যও বোধ হয় তাদের সঙ্গে নেই। নইলে ফুলক্রুগের বাঁ পায়ের শটটি রিয়ালের পোস্টে লাগত না! ইয়ান মাতসেনের পাস থেকে সহজ গোলটি না পাওয়ায় ফুলক্রুগ নিশ্চিত প্রথমার্ধ শেষে ড্রেসিংরুমে কপাল চাপড়েছেন। তার আগেই অবশ্য রিয়ালের খেলোয়াড়েরা দুবার কোর্তোয়ার পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। প্রথমবার ২৭ মিনিটে ; ব্রান্ডটের পাস থেকে আদেয়েমির বিপজ্জনক শট রুখে দেন চ্যাম্পিয়নস লিগে এবারের মৌসুমে এই প্রথমবারের মতো একাদশে সুযোগ পাওয়া কোর্তোয়া।

পাকিস্তান একদিনের ম্যাচের তুলনায় টি-টোয়েন্টিতে বিপজ্জনক, বললেন সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে খেলার আগে যত উত্তেজনাই থাক, মাঠে নামার পর লড়াইটা হয়ে যায় একপক্ষীয়– অন্তত বিশ্বকাপের রেকর্ড এমনই বলছে। এখন পর্যন্ত ওয়ানডে বিশ্বকাপে আটবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান, প্রতিবারই জিতেছে ভারত। আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুদল মুখোমুখি হয়েছে সাতবার, পাকিস্তান জিতেছে মাত্র একবার।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের বিশ্বকাপ সাফল্য বেশ ভালো হলেও বাবর আজমদের দলকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করছেন সৌরভ গাঙ্গুলী। ভারতের সাবেক অধিনায়কের মতে, পাকিস্তান দল ওয়ানডের তুলনায় টি-টোয়েন্টিতে বেশি বিপজ্জনক। তবে চাপমুক্ত হয়ে খেললে ৯ জুনের ম্যাচে ভারতই দাপট দেখাবে বলে মনে করেন তিনি।

ভারত, পাকিস্তান দুদলই এবারের বিশ্বকাপে খেলছে 'এ' গ্রুপে। এই গ্রুপের সব খেলা হবে যুক্তরাষ্ট্রে। ৯ জুন ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। দুই দল এর আগে সর্বশেষ খেলেছিল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটের বড়

ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত।

রেভসস্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, 'পাকিস্তানের বিপক্ষে আমাদের রেকর্ড খুবই ভালো। অনেক দিন ধরেই আমরা ওদের বিপক্ষে ভালো খেলছি। তবে সম্ভবত পাকিস্তান দল ৫০ ওভারের সংস্করণের তুলনায় টি-টোয়েন্টিতে বেশি বিপজ্জনক।'

পাকিস্তান দল টি-টোয়েন্টিতে বেশি বিপজ্জনক হলেও ভারত চাপ নিয়ে না খেললে ভালো করবে বলে বিশ্বাস সাবেক বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের। এ ক্ষেত্রে ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে ফেবারিট হিসেবে খেলেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন সৌরভ, 'ভারত স্বাধীনভাবে খেলতে পারলে দাপট দেখাতে পারে। খেয়াল করবেন, 'আমি স্বাধীনভাবে খেলার কথা বলছি। গত বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওরা স্বাধীনভাবে খেলতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। আশপাশের কথাবার্তা পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। জয়, হার নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বিশ্বকাপ জেতার কথা ভেবো না। শুধু মাঠে নামো, একটা একটা করে ম্যাচ খেলো।'

এবারের বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে দিয়ে ইনিংস শুরুর আলোচনা আছে। এমন জুটি ভালো হবে বলেই মনে করেন ভারতীয় দলের এক সময়ের ওপেনার, 'বিরাট আর রোহিতেরই ওপেন করা উচিত। বিরাট আইপিএলে দুর্দান্ত খেলেছে। সে বড় মাপের খেলোয়াড়।'

২০০৭ সালে হওয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারত আর কখনো ট্রফি জেতেনি। এমনকি ২০১৩ সালের পর কোনো আইসিসির শিরোপাই দলটি জিততে পারেনি। তবে এবারের দলটির সম্ভাবনা নিয়ে সৌরভ আশাবাদী, 'এই দলে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়–কোহলি, রোহিত, সূর্যকুমার, ঋষভ পন্ত, শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, যশপ্রীত বুমরা, সঞ্জু স্যামসন। এদের সবাই ভারতকে জেতানোর সামর্থ্য রাখে। আর সেটা তখনই পারবে, যখন চাপহীনভাবে খেলতে পারবে।'

ভক্তের জন্য নিউইয়র্ক পুলিশকে রোহিতের অনুরোধ

আপনজন ডেস্ক: ঋষভ পন্ত ও হার্দিক পান্ডিয়ার দুর্দান্ত ব্যাটিং, শরীফুল ইসলামের ভালো বোলিং এবং তাঁর চোটে পড়া, বাংলাদেশের শভুক গতির ব্যাটিং–গতকাল রাতে বাংলাদেশ-ভারত প্রস্তুতি ম্যাচে অনেক কিছুই দেখার ছিল।

ক্রিকেটীয় বিষয়ের বাইরের কিছু ঘটনাও ঘটেছে ম্যাচটি চলাকালে। বিরাট কোহলি না খেললেও তাঁকে নিয়ে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস এর একটি।

তবে একটি ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা তাঁর এক ভক্তের প্রতি নিউইয়র্ক পুলিশকে দয়া দেখাতে বলেছেন। ওই ভক্তকে ক্ষমা করে দেওয়ার অনুরোধও জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে কাল ম্যাচ চলাকালে রোহিতের এক ভক্ত হঠাৎই মাঠে ঢুকে পড়েন। নিরাপত্তার বেড়াজাল এড়িয়ে ওই ভক্ত মাঠে ঢুকে ঠিকই রোহিতের কাছে পৌঁছে যান। প্রিয় তারকাকে জড়িয়েও ধরেন ক্ষণিকের জন্য। এরপর নিউইয়র্কের পুলিশ সদস্যরা এসে রোহিতের ওই ভক্তকে টেনেহিঁচড়ে মাঠের বাইরে নিয়ে যান।

ওই ব্যক্তিকে নিউইয়র্ক পুলিশ টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় রোহিত তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। হাতকড়া পরিয়ে ওই ব্যক্তিকে পুলিশ যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের প্রতি অতটা কঠোর না হয়ে একটু দয়া দেখাতে বলেন রোহিত। একই সঙ্গে রোহিত নাকি ওই ব্যক্তির প্রতি পুলিশকে ক্ষমাশীল হওয়ার অনুরোধও করেন।

রোহিতের টানে মাঠে তাঁর ভক্তদের ঢুকে পড়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগে দুবার এমনটা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে হায়দরাবাদে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে এক ভক্ত মাঠে ঢুকে রোহিতের কাছে পৌঁছে তাঁর পা স্পর্শ করেছিলেন। এবারের আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের প্রথম ম্যাচেও এক ভক্ত মাঠে ঢুকে রোহিতের কাছে গিয়েছিলেন।

রেকর্ড গড়া জয়ের পর ভারত ও পাকিস্তানকে হুমকি মার্কিন অধিনায়কের

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র। এবার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে কানাডাকে উড়িয়ে দিয়ে বড় দলগুলোকে বার্তা দিয়ে রেখেছে মোনাঙ্ক প্যাটেলের দল। কানাডার ১৯৪ রান টপকে গেছে ১৪ বল আর ৭ উইকেট বাকি থাকতে। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় পর্বে যাওয়া অনেক কঠিন। কারণ, এই গ্রুপে আছে ভারত, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের মতো দল। এদের টপকে যুক্তরাষ্ট্র সুপার এইটে যেতে পারবে কি না, সেটা সময় বলবে। তবে রেকর্ড গড়ে প্রথম ম্যাচ জেতার পর ভারত-পাকিস্তান দুই দলকেই হুমকি দিয়ে রেখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক মোনাঙ্ক প্যাটেল। বলেছেন, ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষেও ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলবে তাঁর দল। ম্যাচ শেষে মোনাঙ্ক বলেছেন, 'যেভাবে খেলেছি, সেভাবে খেলে যেতে চাই। পাকিস্তান বা ভারত, কোনো দলের বিপক্ষেই ভয়ডরহীন ক্রিকেট থেকে সরতে চাই না।'

রান তাড়া করতে নামা যুক্তরাষ্ট্রের ইনিংসের ৮ ওভার শেষে তো কঠিন কাজটা মহাকঠিনই হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে প্রথম ৮ ওভারে ৪৮ রান তোলে যুক্তরাষ্ট্র। তখন জয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল ৭২ বলে ১৪৭ রান।

এরপর জোন্স ও গুসের ৫৮ বলে ১৩১ রানের রেকর্ড জুটিতে জয় পায় যুক্তরাষ্ট্র। মোনাঙ্ক এ দুজনকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত, 'আমার মনে হয় পুরো দলই ভালো খেলেছে। গুস ও জোন্স চাপ সামলে কানাডার কাছ থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়েছে। বল করার পরই বুঝেছি, বল ভালোভাবে ব্যাটে আসছিল। এই উইকেটেও আমরা ভালো বোলিং করেছি, যদিও ১০-১৫ রান অতিরিক্ত দিয়েছি। আমরা সব সময়ই জানতাম, জোন্সের মধ্যে এমন খেলার সামর্থ্য আছে। ও ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছে, নিজের শটে বিশ্বাস রেখেছে।'

মোনাঙ্ক এরপর যোগ করেন, 'মাঠে অনেক দর্শক দেখে ভালো লাগছে। আশা করি, তারা আমাদের সমর্থন দিয়ে যাবে।' কানাডার অধিনায়ক সাদ বিন জাফর বলেছেন, 'আমার মনে হয়েছে ১৯৪ রান ভালো সংগ্রহ ছিল, আমি খুশি ছিলাম। ভালো শুরুও পেয়েছিলাম, তবে জোন্স-গুস অবিশ্বাস্য খেলেছে। আমাদের বোলারদের সুযোগ দেয়নি। পিচের বাউন্স ভালো ছিল, শিশিরের কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করা আরও সহজ হয়েছে। আমাদের বোলাররা লাইন-লেংথ মিস করেছে, আমাদের এত বেশি নো বল, অতিরিক্ত দেওয়া উচিত ছিল না।'

তবে সব মিলিয়ে খুশি সাদ, 'আমরা সব মিলিয়ে ব্যতিক্রমী এক ম্যাচ খেলেছি। মন খারাপের কিছু নেই, প্রচেষ্টা ভালো ছিল। এটা মাত্রই শুরু। আমরা পরের ম্যাচ থেকে ভালো করতে পারব।'

ক্রিকেট কী? আমেরিকানদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে যুবরাজকে

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টেলিভিশন প্রোগ্রাম 'গুড মর্নিং আমেরিকা'তে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। সেই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, ক্রিকেট খেলাটা আসলে কী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক মাইকেল অ্যাস্থনি স্ট্রাহানের সঙ্গে ছিলেন আবহাওয়ার খবর পড়া স্যাম চ্যাম্পিয়ন।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অন্যতম শুভেচ্ছাদূত যুবরাজ অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে দেশটিতে ক্রিকেট আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলেও মনে করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে যুবরাজ বলেছেন, 'কখনোই ভাবিনি যে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট খেলা হবে। এটা খুবই রোমাঞ্চকর। আইসিসি এখানে দুটি

নতুন স্টেডিয়াম বানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ খেলাটা উপভোগ করছে, এটা দেখতে ভালো লাগবে আমার।'

এরপর একটি আক্ষেপের কথাই যেন বলতে চাইলেন যুবরাজ। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ যে ক্রিকেট খেলাটা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি, সেটাই ফুটে উঠেছে ভারতের হয়ে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি আর ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতা যুবরাজের কণ্ঠে।

যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের কীভাবে তিনি ক্রিকেট বোঝাচ্ছেন, সেটা বলেছেন এভাবে, 'যখনই কোনো আমেরিকানের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে– ক্রিকেট কী? আমি তাদের বলি– এটা বেসবলের মতোই। আমরা শুধু ফোর-কোয়ার্টার দৌড়াই না।'

যুবরাজ থামেন না, তিনি বলে চলেন, 'এটা একই রকমের। বেসবলে আপনি সবকিছুই মারেন আর ক্রিকেটে আমরা ব্যাটটা নিচে রাখি। কারণ, বল বাউন্স করে এবং আপনার কাছে আসে। তবে হ্যাঁ, একবার যখন আপনি থিতু হয়ে যাবেন, শক্তি দেখাতে পারবেন। আপনি বল মাঠের বাইরে পাঠালে বেসবলে বলা হয় হোম রান আর ক্রিকেটে এটাকে আমরা বলি ৬।'

উদ্বোধনী ম্যাচেই জোন্স আর যুক্তরাষ্ট্রের যত রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: প্রথম আর সর্বশেষের মধ্যে মিলগুলো আগে দেখে নিন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এমন রানবন্যার উদ্বোধনী ম্যাচ এর আগে একবারই দেখা গিয়েছিল, ২০০৭ সালে প্রথম আসরে।

জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসেরও প্রথম ম্যাচ ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্য ১৪ বল বাকি থাকতেই টপকে গিয়েছিল আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা। ৯০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে প্রোটিয়াদের জয়ের নায়ক ছিলেন হার্শেল গিবস।

১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের উদ্বোধনী ম্যাচও ঠিক যেন দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ম্যাচের 'স্ক্রিপ্ট' মেনে চলেছে। ডালাসে আজ কানাডার দেওয়া ১৯৫ রানের লক্ষ্য ঠিক ১৪ বল হাতে রেখেই টপকে গেছে এবারের সহ-আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। এবারও নব্বই-উর্ধ্ব রানের ইনিংস উপহার দিয়ে ম্যাচের নায়ক হয়েছেন স্বাগতিক দলের একজন। তিনি অ্যারন জোন্স। যুক্তরাষ্ট্রের সহ-অধিনায়কের অপরাজিত ৯৪ রানের ইনিংসটাকে ঝড় বলার চেয়ে 'মহাপ্রলয়' বলাই হয়তো যথার্থ হবে। ৪০ বল খেলে চার মেরেছেন ৪টি, ছক্কা ১০টি।

জয়ের জন্য একসময় ৭২ বলে ১৪৭ রান দরকার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। স্বাগতিকেরা সেই সমীকরণ ৫৮টি বৈধ বলেই মিলিয়ে ফেলেছে জোন্সের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে। তাতে জোন্স যেমন বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত রেকর্ড গড়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রও রেকর্ড বইয়ে ঝড় তুলেছে।

পাকিস্তান বিশ্বকাপ জেতার পর হজে রাজকীয় অতিথি হবে: সৌদি রাষ্ট্রদূত

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর আগামী বছরের হজে তাদের রাজকীয় অতিথি করবে সৌদি আরব। আজ পাকিস্তান ক্রিকেট দলের উদ্দেশে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এমন ঘোষণা দিয়েছেন পাকিস্তানে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত নাওয়াফ বিন সাঈদ আহমেদ আল মালিকি। বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন দলের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অফিশিয়াল আইডি থেকে প্রচারিত ভিডিওতে সৌদি রাষ্ট্রদূতকে বলতে শোনা যায়, 'পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভাইদের জন্য আমার বার্তা হচ্ছে, ইনশা আল্লাহ তোমরা টুর্নামেন্ট জিতবে। এবং পাকিস্তানের জনগণ ২০২৪ বিশ্বকাপে দলের সাফল্য উদযাপন করবে।' ৩৯ সেকেন্ডের ভিডিও বার্তাটিতে পাকিস্তান দলের জন্য বিশ্বকাপে শুভকামনা জানিয়ে হজের নিমন্ত্রণকারী দেশ সৌদির রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমি পাকিস্তানের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর আগামী বছর পাকিস্তান দল হজে রাজকীয় অতিথি হবে।' ২০০৭ সালে প্রথম আসরেই ফাইনাল খেলা পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে ২০০৯ সালে গিয়ে, এরপর আর কোনো বিশ্বকাপ জিততে পারেনি তারা। ২০২২ সালে সর্বশেষ আসরে তারা ফাইনালে খেলে। এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তান আছে 'এ' গ্রুপে। যেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড ও কানাডা। পাঁচ দলের মধ্যে শীর্ষ দুটি দল সুপার এইটে উঠবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**